ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। ৯। ১০। জন্মান্তরীণ সঞ্চিত পুণ্য-সূত্রে ধর্ম্মের ঊর্দ্ধ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে দৃঢ়বিশ্বাসবলে বলীয়ান্ গুরূপদেশ-পরিমার্জ্জিত মনই কেবল এই বিঘ্নসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে নিত্য সমর্থ। আবার, এই সকল বিঘ্নের আবির্ভাবের প্রতি দুষ্কৃতিসম্পন্ন মনই কারণ। একমাত্র মনই মনুষ্যের বন্ধন ও মুক্তির নিদান। (এই সকল বিঘ্নতত্ত্ব অবগত হইয়া সাধক কার্য্যারম্ভের প্রথমেই মনঃসংযমে বদ্ধপরিকর হইবেন এবং নিজ শক্তি সামর্থ্য লাভের জন্য মহাশক্তির চরণাম্বুজে শরণাপন্ন হইয়া তাহার মঙ্গলাচরণ করিবেন)।

এইক্ষণে সাধক দেখিয়া লইবেন, শাস্ত্রে যাহা ভগবানের ভবিষ্যদ্বাণী, জ্ঞানদৃষ্টিহীন অন্ধ আমরা, আমাদিগের চক্ষুতে তাহাই এক্ষণে সাময়িক সূক্ষ্ম সমালোচনা বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ইহা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, এ সকল সূক্ষ্মফল অপেক্ষা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম মূল পর্য্যন্তও প্রত্যক্ষরূপে আবিষ্কৃত হইয়া আছে। তাই এখন কেবল কাতর প্রাণে কাঁদিয়া বলিবার আছে, জয় মা ত্রিলোচনে। এই একলোচন সমালোচনের গভীর অন্ধকূপ হইতে উঠাইয়া মা। তোমার ঐ—দলিতাঞ্জন-পুঞ্জগঞ্জিত সচ্চিদানন্দ-সৌন্দর্য্য-অঞ্জনে কলুষ-দৃষ্টি-সন্তানকুলের চক্ষু উদ্ভাসিত করিয়া দাও, একবার ঐ কোটিচন্দ্র-সুশীতল-শ্যামসূর্য্যসমুজ্জ্বল করুণাকান্তিতরল শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিয়া মা। আমরা মায়ের ছেলে মায়ের কোলে মা বলিয়া গলিয়া পড়ি।।

পূজাবিধান।

উল্লিখিত প্রমাণে পূজা জপ যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শাস্ত্র ভূতাপসারণ ও বিঘ্ন নিরাকরণের আদেশ করিয়াছেন। কারণ, ভূত প্রেত পিশাচ দৈত্য দানবের দৌরাত্ম্যে শুভকার্য্যও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে। বিশে-ষতঃ, কলিযুগে—তত্রাপি ঊনবিংশ শতাব্দীতে—তাই কলিদৈত্য নিরাকরণের কল্যাণে উপাসনাতত্ত্বে এ পর্য্যন্ত আমাদিগকে অনেক কথাই বলিতে হইল,

ইহার সকল কথাই শাস্ত্রীয় না হইলেও শাস্ত্রসম্বন্ধে অসম্পৃক্ত নহে বলিয়াই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তাহা উল্লেখ করিতে হইয়াছে। কারণ, রামায়ণ মহা-ভারতের দৃশ্য দেখাইতে হইলেই সুগ্রীব বিভীষণ ভীমার্জ্জুনের অবতারণাও যেমন আবশ্যক, রাবণ কুম্ভকর্ণ দুর্য্যোধন শকুনির অবতারণাও তেমনই প্রয়োজন। পূজাতত্ত্বের প্রামাণ্য-সংস্থাপনে জগজ্জননী-স্নেহজীবন দিগম্বর রামপ্রসাদ দাশরথির অবতারণাও যেমন প্রয়োজন, আর্য্যজননী ভারত-ভূমির অঙ্ককলঙ্ক কুতার্কিকদলের অবতারণা ও তেমনি ই প্রয়োজন। অনার্য্য সম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত সকল দিন দিন শাস্ত্রের মত এবং সাধকের বাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে, এই ভীষণ সর্ব্বনাশ হইতে সরলহৃদয় আর্য্যসমাজকে রক্ষা করিবার জন্যই, বিরুদ্ধ পক্ষের সকল কথা শাস্ত্রীয় নহে, ইহা দেখাইবার জন্য ই আমাদিগকে সে সকল কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে। বুঝিতে পারি না কালের কেমন কুটিল গতি, সকলেই নিজ নিজ মনের মত ধর্ম্মের অনুসন্ধান করেন। এই মন্ গড়া ধার্ম্মিক সম্প্রদায় শাস্ত্রকে দুই চক্ষুর বিষ দেখেন। কারণ, শাস্ত্র তাহারই নাম, যাহার দ্বারা মানবের উচ্ছৃ-ঙ্খল মনোবৃত্তি সকল শাসিত হয়, শাস্ত্র ই বিশ্বরাজরাজেশ্বরীর বিশাল রাজ্য-শাসনের অমোঘ শস্ত্র বিশেষ। রাজাজ্ঞার অবমাননাকারী স্বেচ্ছাচারী প্রজার চক্ষুতে সে শাস্ত্র বিষস্বরূপ হইবে ইহা কিছু বিচিত্র নহে! ধর্ম্মের আজ্ঞার অধীন হইয়া আমি চলিব, ইহা আজ্ কালকার মতে স্বাধীনতার অপলাপ বিশেষ; সুতরাং নিতান্তই অরুচিকর। আমার ধর্ম্ম আমার আজ্ঞার অধীন হইয়া থাকিবে, যে হেতু আমি স্বাধীন, ইহাই নিজ নিজ অন্তরের কথা। অলস প্রকৃতি হইলেই লোকে অর্দ্ধেক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া উঠে, কিসে কর্ম্ম না করিতে হয় সেই দিকেই তখন তীব্র দৃষ্টি পতিত হয়। তাই সর্ব্বজ্ঞ হইবার জন্য জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্যসংস্থাপক শাস্ত্রের প্রতি আমাদিগের অচলা ভক্তি; তাই যোগবাশিষ্ঠ ভগবদ্গীতা উপনিষদ আমাদিগের যেমন মধুর বলিয়া বোধ হয়, তন্ত্র মন্ত্র যোগ যাগ সাধনা-শাস্ত্র সকল ও তেমনই বিষাক্ত বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গ, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাবন্দন, দেবমন্দির মার্জ্জন,

কুশপুষ্পতুলসী-বিল্বপত্রাদি চয়ন, নদ নদী হইতে জলাহরণ, একাহার, নিরামিষ হবিষ্যান্ন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দৈব অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ তর্পণ, অতিথিসেবা, ব্রহ্মচর্য্য, ভূতলশয্যা, রাত্রিজাগরণ শ্মশানযাত্রা তীর্থযাত্রা, দৈব পৈত্র অনুষ্ঠানে মিয়ত অর্থব্যয়, সাধনাশাস্ত্রে যদি এ সকল আপদ্ উপদ্রবের কোন কথা না থাকিত, তাহা হইলে দৃঢ় নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, গীতা উপনিষদ্ দূরে ফেলিয়া এই মুহূর্ত্তেই আমরা তন্ত্রমন্ত্রের শরণাপন্ন হইতাম। এত যে জ্ঞানচর্চ্চা, ইহার মূল কেবল কি সে কি না করিতে হয় সেই চেষ্টা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যাঁহারা ঘোর অলস জড়প্রকৃতি, তাঁহারা অনেক দিন হইতেই ধুয়া ধরিয়াছেন " কর্ম্মকাণ্ড, বিষের ভাণ্ড "। শৈব সম্প্রদায়েও শঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে " চিন্মাত্রোহং সদাশিবঃ, " শাক্ত সম্প্রদায়ে ও " ভৈরবোহং শিবোহং "। ইহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞান-মন্ত্র শিক্ষিত দীক্ষিত সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই—তাঁহারা সকল শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত শেষ বুঝিয়াছেন——"ধর্ম্মের সহিত আবার কর্ম্মের সম্বন্ধ কি?" যে সকল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাঁহারা এই সকল অভিনব সুরুচিসঙ্কুল মনোমত মতের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন, সেই সকল শাস্ত্রের মূলভিত্তি ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনকে কর্ম্মসম্বন্ধে যাহা শ্রীমুখে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহাতেও ত বিষয়াসক্ত জীবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা মহাপাতক আর নাই, ইহাই বিস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে ; বিষয়ী দূরে থাকুন্ বিষয়-বিরক্ত যোগীর পক্ষে ও কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা——

লোকেস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাং।

সংসারে মোক্ষসাধনের অধিকার দ্বিবিধ, ইহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে যাঁহারা সাংখ্য—শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানাধিকারী, তাঁহাদিগের পক্ষেই জ্ঞানযোগ অবলম্বনীয়। আর যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ শুদ্ধি

সঞ্চারিত হয় নাই, অথচ যোগসাধনায় ব্যগ্রতা আছে, তাদৃশ যোগিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগই অবলম্বনীয়।

> ন কর্ম্মণা মনারম্ভা নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে
> ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই পুরুষ নিষ্ক্রিয় হয় না, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই যে সিদ্ধি হয় তাহাও নহে। (স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত কখনও চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হইলে তদবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণও নরকের কারণ হয়।)

> নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ।

জগতে এমন কেহ নাই যে, কদাচিৎ ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে, প্রকৃতির গুণসমূহে বিজড়িত সমস্ত জীবকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়।

> কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।

আবার, বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় মাত্র সংযম করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎকট তাড়নায় অধীর হইয়া যে বিমূঢ়চেতাঃ মনে মনে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ রস শব্দ স্পর্শ ইত্যাদির অনুস্মরণ করিয়া কাল যাপন করে, শাস্ত্র তাহাকে মিথ্যাচার বলিয়া উল্লেখ করেন।

> যস্ত্বিন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন
> কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগ মসক্তঃ স বিশিষ্যতে।

কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কি কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনের দ্বারা এই উভয় বর্গকে সংযত করিয়া যিনি কর্ম্মফলের কামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অর্জ্জুন! জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা তাদৃশ কর্ম্মীকেই বিশিষ্ট বলিয়া জানিও।

> নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ
> শরীর যাত্রাপিচ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।

তুমি নিয়ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, কর্ম্মত্যাগ (সন্ন্যাস) অপেক্ষা কর্ম্মের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। জীব হইয়া কর্ম্ম করিবে না, অথবা কেহ কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে, এ কথাই অসম্ভব ; কারণ কর্ম্মবিরহিত হইলে তোমার শরীর যাত্রাই আদৌ নির্ব্বাহিত হইবে না (যে হেতু নিশ্বাস প্রশ্বাসের নির্গমাগমও জীবের শারীর কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত) ।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।

দেবতার উদ্দেশে (নিষ্কামভাবে) যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মই সংসারে বন্ধনের প্রতি কারণ ; কৌন্তেয়! অতএব, ফলের কামনা পরিশূন্য হইয়া তুমি কেবল তাঁহার উদ্দেশে কর্ম্মের আচরণ কর।

× + × × × ×

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ
অঘায়ু রিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।

এই রূপে (কেবল দেবোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারে) মৎ প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুবর্ত্তন যে না করে, পার্থ! কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সে দুরাত্মা পাপপূর্ণপরমায়ুঃ লইয়া পৃথিবীতে বৃথা জীবন বহন করে।

আবার বলিয়াছেন——

কর্ম্মণৈবহি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ

রাজর্ষি জনক প্রভৃতি জগৎ প্রসিদ্ধ সিদ্ধগণও কেবলমাত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই সম্যক্ সিদ্ধি (বিদেহ কৈবল্য প্রভৃতি) লাভ করিয়াছেন।

+ + + × × ×

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মণি।

পার্থ! আমি ক্রিয়ার অতীত স্বয়ং ঈশ্বর, এই ত্রিলোকে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই, আমার প্রাপ্তব্য কিছু নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত

কিছুই নাই। লোকে কর্ম্ম করিয়া যাহা কিছু কামনা করে, কামনার অভাবেও আমার সে সমস্তই রহিয়াছে—আমি পরিপূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্, তথাপি ভূভারহরণাদির জন্য অবতার পরিগ্রহ করিয়া আমিও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি।

যে মে মত মিদং নিত্য মনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ।

কর্ম্মকাণ্ডে অসূয়াপরিহার পূর্ব্বক দৃঢ়বিশ্বাসবিশিষ্ট হইয়া যে সকল মানব, আমার এই মতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলেই তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতং
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াং স্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।

যাহারা অসূয়াবশবর্ত্তী হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে, সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় নষ্টহৃদয় বলিয়া জানিও।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।

জ্ঞানবান্ পুরুষও বাধ্য হইয়া স্বীয় প্রকৃতির যাহা অনুকূল তাহার অনুষ্ঠান করেন। জীব সমস্ত স্বভাবতঃই প্রকৃতির অনুগমন করে, বলপূর্ব্বক অবৈধ নিগ্রহ করিলে সে নিগ্রহ তাহাতে কি করিবে?

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

পরধর্ম্ম (ভিন্নাধিকারে বিহিতধর্ম্ম) যদি সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তদপেক্ষা অঙ্গহীনরূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্ম (নিজ অধিকারে বিহিতধর্ম্ম)ই শ্রেষ্ঠ; স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, তথাপি পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

চতুর্থাধ্যায়ে——

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

পার্থ! উপাসকগণ সকাম নিষ্কামভাবে যাঁহারা যে ভাবেই আমাকে ভজনা করেন, আমি সেইভাবেই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকি। কারণ, সাধক যে ভাবে যে মূর্ত্তিরই কেন উপাসনা না করেন, তাঁহারা সেই সকলভাবেরই একমাত্র প্রাপ্য ও সকলমূর্ত্তিরই একমাত্র অধিষ্ঠাতা আমারই ভক্তিযোগ-পথের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

"কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধি র্ভবতি কর্ম্মজা॥"

ইহলোকেই কর্ম্মের ফলসিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিয়া উপাসকগণ দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন; যেহেতু কর্ম্মজন্যসিদ্ধি মনুষ্যলোকে অতি শীঘ্র সম্পন্ন হয়।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তার মব্যয়ম্॥"

সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ, এই ত্রিগুণ অনুসারে শম দম প্রভৃতি কর্ম্মের বিভাগে আমি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। এইরূপে তাদৃশ সৃষ্টির কর্ত্তা হইলেও পরমার্থতঃ আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়াই জান। (কারণ, কর্ম্মের বিভাগ ইত্যাদি স্ব স্ব গুণ অনুসারেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; আমি তাহাতে অনাসক্ত, কাহারও পক্ষপাতী নহি।)

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে॥"

কর্ম্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহাও নাই; এইরূপে যিনি আমার নির্লিপ্ততত্ত্ব অধিগত হইয়াছেন, কর্ম্মসূত্রে তিনি কখনও বদ্ধ হয়েন না।

"এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মাণি তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং॥"

এইরূপ কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা কখনও বন্ধনের কারণ হয় না, ইহা অবগত হইয়াই পূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুগণ

[রাজর্ষি জনক প্রভৃতি] কর্তৃকও কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব, তুমিও সেই পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণকর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগযুগান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্মেরই আচরণ কর।

পঞ্চমাধ্যায়ে——

"সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥"

সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তিসাধন ; তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস [কর্ম্ম-ত্যাগ] অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"

তাঁহাকেই নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিও, যাঁহার দ্বেষও নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই। মহাবাহো! তাদৃশ দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ আনন্দসহকারে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন।

"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলং॥"

সাংখ্য (জ্ঞান বা সন্ন্যাস) ও যোগ (কর্ম্মযোগ) এ উভয়কে বালকবৎ অজ্ঞানগণই পৃথক বলিয়া ব্যাখ্যা করে ; কিন্তু পণ্ডিতগণের তাহাতে সম্মতি নাই। কারণ, এ উভয়ের মধ্যে যে কোন একটীকে আশ্রয় করিলেই জীব সেই এক হইতেই উভয়ের ফল লাভ করেন।

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

সাংখ্য—জ্ঞান বা সন্ন্যাসের অনুষ্ঠানে যে স্থান লব্ধ হয়, যোগের অব-লম্বনেও সেই স্থানই গম্য হয়। এতএব, সাংখ্য ও যোগ, এ উভয়কে যিনি একরূপে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী।

* * * * * * * * *

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

পরব্রহ্মে কর্ম্মসমাধান পূর্ব্বক কর্ম্মজন্য ফলকামনার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্র যেমন জলমগ্ন হইয়াও জলে নির্লিপ্ত থাকে; তদ্রূপ সেই কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরুষ কর্ম্মরাশিমধ্যে নিমগ্ন হইলেও কর্ম্মজন্য পাপপুণ্যে নিত্য নির্লিপ্ত থাকেন।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

যোগিগণ ফলকামনার সঙ্গত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত শরীরদ্বারা [স্নানাদি] মনের দ্বারা [ধ্যানাদি] বুদ্ধির দ্বারা (তত্ত্বনিশ্চয়াদি) এবং কেবল ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাও (শ্রবণকীর্ত্তনাদি) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তি মৃচ্ছতি॥

সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকমহেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের সুহৃৎস্বরূপে আমাকে অবগত হইয়া জীব শান্তি [মুক্তি] লাভ করে।

অপিচ ষষ্ঠাধ্যায়ে——

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্নচাক্রিয়ঃ॥

কর্ম্মফলের কামনাকে আশ্রয় না করিয়া কেবল "কর্ত্তব্য" এই বুদ্ধিতে যিনি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই একাধারে যোগী এবং সন্ন্যাসী। কি নিরগ্নি, কি নিষ্ক্রিয়, কেহই তাঁহার ন্যায় যোগী বা সন্ন্যাসী নহেন।

যং সন্ন্যাস মিতি প্রাহু র্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥

পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া কীর্ত্তন করেন, পাণ্ডব! তাহাকেই

তুমি যোগ বলিয়া জান। কারণ, প্রথমতঃই সঙ্কল্পের (কামনার) সন্ন্যাস [ত্যাগ] না করিলে কেহ যোগী হইতে পারেন না।

আরুরুক্ষো র্মুনে র্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যোগপদবীতে আরোহণের ইচ্ছুক মোক্ষাভিলাষী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মই তাঁহার যোগাবলম্বনের কারণ। এইরূপে যোগপদবীতে আরূঢ় হইলে তখন কর্ম্মের উপশমই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভের কারণ। [অনারূঢ় অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ করাও যাহা, সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া শৈলশৃঙ্গে আরোহণের আশাও তাহাই]

× × × + × ×

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥

এইরূপ কর্ম্মযোগী পুরুষ, তপস্বিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞানিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ (সকাম উপাসকগণ) হইতেও শ্রেষ্ঠ। অতএব, অর্জ্জুন! তুমিও সেই কর্ম্মযোগের অনুসরণ কর।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

এইরূপ সমস্ত যোগিগণের মধ্যে যিনি আবার শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্গতহৃদয়ে কেবল আমাকেই ভজনা করেন, আমি তাঁহাকেই যুক্ততম (সমস্ত যোগিশ্রেষ্ঠ) বলিয়া মনে করি।

৮ম অধ্যায়ে——

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমাকে নিয়ত স্মরণ করে, পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষেই আমি নিত্য সুলভ।

মা মুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয় মশাশ্বতং।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥

নিত্যানন্দস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া যাঁহারা পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই সকল মহাপুরুষগণ আর পুনর্ব্বার অনিত্য এবং দুঃখময় জন্মযাতায়াত ভোগ করেন না।

আব্রহ্মভুবনা ল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।

মা মুপেত্য তু কৌন্তেয় পুন র্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকমণ্ডলের অধিবাসী জীববর্গই জন্ম জন্মান্তরে পুনরাবর্ত্তনশীল। কৌন্তেয়! কেবল আমাতে উপগত হইলেই জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

৯ম অধ্যায়ে——

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

ভক্তি পূর্ব্বক যিনি আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল যাহা অর্পণ করেন, আমি সংযতাত্মা ভক্তের সেই ভক্তির উপহারই গ্রহণ করিয়া থাকি॥

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণং॥

কৌন্তেয়! তুমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

শুভাশুভফলৈ রেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মা মুপৈষ্যসি॥

এইরূপে শুভাশুভ উভয় ফলের কারণ কর্ম্মবন্ধন হইতে তুমি মুক্ত হইবে এবং সন্ন্যাসযোগে যুক্তাত্মাও বিমুক্ত হইয়া আমাকে স্বরূপতঃ প্রাপ্ত হইবে।

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহং॥

আমি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, আমার দ্বেষ্য ও কেহ নাই, প্রিয় ও কেহ নাই, যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েন। যে হেতু, আমি তাঁহাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মা মনন্যভাক্।
সাধু রেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ॥

অতি দুরাচার পুরুষও যদি অনন্যশরণ হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহাকেও সাধু বলিয়াই মনে করিবে। যে হেতু তাহার অধ্যবসায় অতি সাধু।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিযচ্ছতি;
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

সেই ব্যবসিত পুরুষ দুরাচার হইলেও আমার ভক্তিপ্রভাবে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়; এবং শাশ্বতী শান্তিকে লাভ করে। কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞায় (এই সত্যে) নির্ভর রাখ যে, আমার ভক্ত কখন ও নষ্ট হয় না।

মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং॥
কিং পুন র্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা।

পার্থ! স্ত্রী হউক, বৈশ্য হউক, শূদ্র হউক এবং তদপেক্ষা পাপযোনিই বা হউক, আমাকে আশ্রয় করিলে, তাহারাও পরমা গতি লাভ করে। পুণ্যযোনি ভক্ত ব্রাহ্মণগণ এবং রাজর্ষিগণ যে মুক্ত হইবেন, তাহার আবার বলিবার অপেক্ষা কি?

অনিত্য মসুখং লোক মিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং।
মন্মনা ভব মদ্ ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু॥
মা মেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥

এই দুঃখাবহ অনিত্য মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া (এখনও সময় থাকিতে এ জন্ম সার্থক করিবার জন্য) আমাকে ভজন কর। আমাতে অন্তঃকরণ অর্পিত করিয়া আমার ভক্ত হইয়া আমার উপাসক হইয়া আমাতে

প্রণত হও। এইরূপে মৎপরায়ণ হইলে আমাতে মনঃসমাধান করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

দ্বাদশাধ্যায়ে——অর্জ্জুন বাক্যং——

এবং সততযুক্তা যে ভক্তা স্ত্বাং পর্য্যুপাসতে
যে চাপ্যক্ষর মব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।

যে সকল ভক্তগণ সতত যুক্ত হইয়া এইরূপ সাকার সগুণ রূপে তোমাকে উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষর (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম) রূপে তোমার উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ?

শ্রীভগবানুবাচ ;

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।

যে সমস্ত নিত্যযুক্ত ভক্ত আমাতে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক পরমশ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ।

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্য মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে
সর্ব্বত্রগ মচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্রসমবুদ্ধয়ঃ
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

ইন্দ্রিয়বর্গসংযমপূর্ব্বক যে সকল সর্ব্বত্রসমবুদ্ধি সর্ব্বভূতহিতব্রত জ্ঞানিগণ আমার ধ্রুব অচল কূটস্থ চিন্তাতীত অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর বিশ্বব্যাপী স্বরূপের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ক্লেশোঽধিকতর স্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসাং
অব্যক্তা হি গতি দুর্ঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

আমার সেই অব্যক্তস্বরূপের উপাসনার জন্য যাঁহাদিগের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগের ক্লেশ অধিকতর; যে হেতু দেহধারী জীবের পক্ষে আমার অব্যক্তস্বরূপের লাভ নিতান্ত দুঃখসাধ্য।

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥

যাঁহারা সমস্ত কর্ম্মের ফল আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যযোগে আমাকেই ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, পার্থ! আমাতে সন্নিবেশিতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে আমি অচিরাৎ মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়
নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।

আমাতেই মনঃসমাধান কর, আমাতেই বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহাহইলেই অতঃপর আমাতেই (আমার ব্রহ্মস্বরূপেই) অবস্থিতি করিবে।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরং
অভ্যাসযোগেন ততো মা মিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।

যদি চিত্তকে স্থিরতরভাবে আমাতে (এই বর্ত্তমান ব্যক্তরূপে) সমাধান করিতে সমর্থ না হও, ধনঞ্জয়! তাহাহইলে অভ্যাসযোগদ্বারা চিত্তসমাধান করিয়াও আমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থ মপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি॥

চিত্তসমাধানের নিমিত্ত অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তাহাহইলে আমার উদ্দেশে কর্ম্মের অনুষ্ঠানপরায়ণ হও। আমার উদ্দেশে কর্ম্মের আচরণ করিলে ও সিদ্ধিলাভ করিবে।

অথৈতদপ্যশক্তোসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগ মাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

আমার ভক্তিযোগ আশ্রয় করিয়া এইরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও যদি অসমর্থ হও, তাহাহইলে আত্মসংযম পূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ কর।

শ্রেয়োহি জ্ঞান মভ্যাসাজ্ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছান্তি রনন্তরম্॥

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলের কামনাত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এইরূপে ফলত্যাগের অনন্তরই জীব শান্তি (মুক্তি) লাভ করে।

অষ্টাদশাধ্যায়ে——

"নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥

দেহধারী হইয়া জীব কখনও সর্ব্বথা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না; অতএব, যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই কর্ম্মত্যাগী বলিয়া অভিহিত হয়েন।

"অনিষ্ট মিস্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥"

যাহারা কর্ম্মফলের কামনা ত্যাগ না করে, তাহাদিগের কর্ম্ম লোকান্তরে ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ ফল প্রসব করে। অনিষ্ট ফল নরকবাস, ইষ্ট ফল স্বর্গবাস, ইষ্টানিষ্ট উভয়ের মিশ্রিত ফল মনুষ্যলোকে বাস। কর্ম্মফলত্যাগী ভগবদুপাসক ইহার কোন ফলই ভোগ করেন না। অতএব পাপকার্য্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না, এ জন্য নরকবাস অসম্ভব; পুণ্যফলও ভগবচ্চরণে তিনি অর্পণ করেন, সুতরাং তাহার ফল স্বর্গাদিও তাঁহার নাই; পাপপুণ্য উভয়ের অভাবে মিশ্রিত ফল পৃথিবীবাস ত তাঁহার পক্ষে অসম্ভবই।

\+ \+ \+ × × ×

"ভক্ত্যা মা মভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥

আমি স্বরূপতঃ যাবৎ (বিশ্বব্যাপী) এবং যাহা (সচ্চিদানন্দঘন) কেবল ভক্তিবলেই জীব তাহা সম্যক্ অবগত হইতে পারে। এইরূপে আমার তত্ত্বজ্ঞ হইয়া জীব আমাতে প্রবেশ করে।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদ মব্যয়ম্॥

একমাত্র আমাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে আমার প্রসাদে জীব অব্যয় শাশ্বত পদ লাভ করে।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগ মুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

অন্তঃকরণ দ্বারা সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে অর্পণ করিয়া বুদ্ধিযোগের অবলম্বনে তুমি আমাতেই সমাহিতচিত্ত হও।

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্ব মহঙ্কারা ন্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

আমাতে সমাহিতচিত্ত হইলে আমার প্রসাদে তুমি সমস্ত দুর্গ [দুরন্ত সাংসারিক দুঃখ] হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহঙ্কার-বশবর্ত্তী হইয়া আমার এ উপদেশ শ্রবণ না কর, তাহাহইলে বিনষ্ট [সমস্ত পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট] হইবে।

যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায় স্তে প্রকৃতি স্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥

যে হেতু অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই তুমি মনে করিতেছ—"আমি যুদ্ধ করিব না" তোমার এই ব্যবসায় ব্যর্থ হইবে। কারণ, স্বয়ং প্রকৃতি তোমার ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আরম্ভক রজস্তমোগুণ স্বভাবের সাহায্যে তোমাকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বাভাবিক কর্ম্মসূত্রে নিবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে তাহা করিতে হইবে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥

অর্জ্জুন! যন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে নিজ মায়াসূত্রে ভ্রামিত করিয়া ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ॥

ভারত! সর্ব্বতোভাবে তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও। তাঁহারই প্রসাদে পরমা শান্তি এবং তাঁহার শাশ্বতধাম প্রাপ্ত হইবে।

ইতি তে জ্ঞান মাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥

গুহ্য অপেক্ষাও গুহ্যতর এই জ্ঞানতত্ত্ব তোমার নিকটে আমি কীর্ত্তন করিলাম, অশেষ প্রকারে ইহার বিবেচনা পূর্ব্বক তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং ॥

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম এবং আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাক্য আবার শ্রবণ কর। তুমি নিতান্ত প্রিয়তম বলিয়াই তোমার হিতকামনায় পুনর্ব্বার বলিতেছি।

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যন্তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে ॥

তুমি মন্মনাঃ (আমাতে সমাহিতচিত্ত) হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর, নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তুমি প্রিয় বলিয়াই সত্যপূর্ব্বক আমি তোমার নিকটে, ইহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মা মেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও অর্থাৎ

গুণানুযায়ী অধিকারবিধায়ক শাস্ত্রের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া গুণফল আমাতে অর্পণ করিয়া আমার দাস হও। এইরূপে কর্ম্মত্যাগজন্য যদি কোন পাপের আশঙ্কা কর, তাহাহইলে পাপপুণ্যের একমাত্র ফলবিধাতা আমি তোমাকে বলিতেছি—তোমার যত কেন পাপ হউক না, সমস্ত পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব; তজ্জন্য দুঃখিত হইও না।

সাধকবর্গ এক্ষণে দেখিয়া লইবেন—গীতায় ভগবান্ কর্ম্মত্যাগের অনুমতি করিয়াছেন, কি কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। ভগবানের ধার ধারেন না, অথচ ভগবদ্গীতা বলিতে যাঁহারা ভাবে অচৈতন্য হইয়া পড়েন, সেই সকল ভক্তিভানকারী ভাবুক দল, গীতা পড়িয়া কর্ম্মকাণ্ডত্যাগ করিবেন, ইহাতে আমরা অণুমাত্রও বিস্মিত বা দুঃখিত নই। দুঃখ এই যে, যাঁহারা এই গীতার বক্তাকে ইষ্টদেবতা বলিয়া উপাসনা করেন এবং তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গত বাক্যপরম্পরা বলিয়াই গীতাকে "ভগবদ্গীতা" বলিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলেন কি না "কর্ম্মকাণ্ড, বিষের ভাণ্ড"। কাহার সাধ্য এ রহস্য ভেদ করিতে পারে? ফল পরিপুষ্ট হইলে ফুল তখন আপনিই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, এই দেখিয়া ফুলের অনাবশ্যকতা বুঝিয়া ফুল ফুটিতেই যাঁহারা তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত, তাঁহাদিগের উৎকট আকাঙ্ক্ষারও যেমন প্রশংসা, অসহিষ্ণুতা সত্বরতারও তেমনই বাহাদুরী!! কেমন একটা উপাধিরোগে সমাজকে গ্রাস করিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারি না, সকল বিভাগেই সর্ব্বোচ্চ উপাধির জন্য একটা বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত। দেবতার উপাসনা করিব, তাহার মধ্যেও প্রধান উপাধিধারী হইব। কোন বিভাগে ছোট হইব না, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই এক দুরন্তদানবীবৃত্তি উপাসনা-রাজ্যের সাত্ত্বিকবৃত্তিকেও পরাভূত করিয়া নিজ অধিকার সংস্থাপনে উদ্যত। জানি না ত্রিপুরান্তক বৈদ্যনাথ কত দিনে এ রোগযন্ত্রণা হইতে সমাজকে মুক্ত করিবেন। এ উপাধির পরীক্ষা যদি মহাবিদ্যার সাধনালয়ে না হইয়া অন্য বিদ্যালয়ে হইত, তাহা হইলে পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধিধারী বিদ্ব-

বর্গকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ব্রহ্মলোকে বৈকুণ্ঠে কৈলাসে এত দিন তাহার স্থানসঙ্কুলন হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু রক্ষা এই যে, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী স্বয়ং ভগবান্ ভূতভাবন এ পরীক্ষার পরীক্ষক, তিনি তাঁহার দাসত্বের উপাধি না দিলে কাহার সাধ্য এ জগতে উপাধির দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে? এ উপাধিরোগ আছে বলিয়াই সে উপাধি ঘটিতেছে না, এ উপাধি না ছাড়িলে সে উপাধি পাইবার নহে; অথবা সে উপাধি না পাইলেও এ উপাধি ছাড়িবার নহে। তাঁহার নিকটে উপাধি লইয়া যদি অন্য কাহারও কার্য্যক্ষেত্রে অন্য কোন বিভাগে যাইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলেও এ সকল জালউপাধি এক দিন প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবার কথা ছিল; কিন্তু ভক্তউপাধিপ্রিয় ভাক্ত ভাই! এ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবল সেই অনন্ত চরাচরের একমাত্র অধীশ্বরী রাজরাজেশ্বরীর কর্ম্মভূমি, ইহার কোথায় গিয়া তুমি সেই অনন্তলোচনার অনন্তসন্ধানময়ী দৃষ্টির অন্তরালে দাঁড়াইবে? তাঁহার যে মায়াজালে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নিয়ত আবদ্ধ, সেই মায়াজালে তোমার জাল উপাধি ধরা পড়িবে না, ইহা তোমাকে কে বলিল? তাই বলি, জালের মধ্যে জাল সৃষ্টি করিয়া আর এ জঞ্জাল বৃদ্ধি করা কেন? আপনবলে এ জালের কর্ম্মসূত্র যে ছিঁড়িতে যায়, সে জানে না যে, জালের মধ্যে ও—ছিদ্র কেবল জল ছাড়াইয়া তাহাকেই উঠাইবার জন্য বই তাহাকে জালের বাহির করিয়া দিবার জন্য নহে। তত্ত্বজ্ঞানের পথ পরিষ্কার না হইলে মধ্যে মধ্যে সংসারে বা কর্ম্মকাণ্ডে যে বিরক্তি উপস্থিত হয়, তাহা প্রকৃত বৈরাগ্য নহে, ও বিরক্তি কেবল অনুরক্তি বা আসক্তিরই রূপান্তর মাত্র; তাই সে বিরক্তি দেখিয়া যে মূর্খ, সংসার বা কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে চায়, সে কেবল জালের সূত্রমধ্যেই অর্দ্ধনির্গত অর্দ্ধ-আবদ্ধ হইয়া অসহ্য যাতনায় প্রাণ হারায়, সে যে না থাকে জালে, না যায় জলে, এ কূল ও কূল দুকূল হারাইয়া "ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ" হইয়া অকালে কালকবলের অধীন হয়। তাই জাল ছিঁড়িবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া জালের মধ্যে যে জল আছে, তাহাতেই হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের

কার্য্য। জলময়ীর প্রসাদে যদি গভীর জলে ডুবিবার বল পাও, ব্রহ্মময়ীর অগাধ অনন্ত সত্তাসাগরে ডুবিতে যদি অধিকার জন্মে, তবে এ জালের সূত্রধর স্বয়ং মহেশ্বর আপনিই তখন জালের মূলবন্ধন খুলিয়া দিবেন, সংসার মমতাবন্ধন দূরে সরিয়া পড়িবে, জীবন্মুক্ত জীব তখন উন্মুক্ত পথ পাইয়া "জয় জয় জয় তারা" রবে উল্লম্ফনে জাল উল্লঙ্ঘন করিয়া জগদম্বার সত্তাসাগরে ডুবিয়া পড়িবে। অসময়ে সে উল্লম্ফন দেওয়া কেবল নির্ঘাত-রূপে পুনঃ পতনেরই পূর্ব্বলক্ষণ। উপস্থিত কর্ম্মকাণ্ড-পরিত্যাগও সেই লক্ষণেরই লক্ষণ বিশেষ। কর্ম্মত্যাগ যদি কেবল মুখের কথা না হইয়া কার্য্যের কথা হইত, তাহা হইলে আর কর্ম্মত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ লইয়া এত পরামর্শ করিতে হইত না। মৃত্যু যেমন কাহারও অনুমতির অপেক্ষা করেন না, মুক্তিও তদ্রূপ কোন সমালোচনার অপেক্ষা করেন না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে জীবের দেহে নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বতঃ প্রবাহিত, উদ্বন্ধনের সাহায্যে প্রকৃতির সেই নিত্যনিয়মিত কার্য্যে বাধা দিয়া যে বুদ্ধিমান্ কর্ম্মত্যাগের চেষ্টা করেন, তাঁহার কর্ম্মত্যাগ ঘটুক্ বা না ঘটুক, দেহত্যাগ ত পূর্ব্বেই ঘটে: তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মে গুণবিভাগ অনুসারে নিয়মিত নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিবার জন্য যাঁহারা নিয়ত লালায়িত, তাঁহাদেরও কর্ম্মত্যাগ ঘটুক বা না ঘটুক, ধর্ম্মত্যাগ ত পূর্ব্বেই ঘটে। আজ কাল কর্ম্মত্যাগের নাম শুনিলেই সর্ব্বপ্রথমে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয় যে—কর্ম্মত্যাগ বলিতে সন্ধ্যাবন্দন নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ, দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি এই সকলেরই ত্যাগ বুঝিতে হইবে, তদ্ভিন্ন স্ত্রী-পুত্র-পরিপোষণ আয় ব্যয় আহার বিহার ইত্যাদি যাহা কিছু, ইহা পরিত্যাগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।—কারণ, একতঃ, উহা "তৎপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ"—দ্বিতীয়তঃ "পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" জ্ঞানী হইলে তাহাকে কি সংসার কখনও আবদ্ধ করিতে পারে?—যথা জনক প্রভৃতি। জনকের এই আদর্শ লইয়া আজ কাল ধর্ম্মবিপ্লবের রঙ্গভূমি বঙ্গভূমি, অনেক রাজর্ষি দেবর্ষি মহর্ষি উপর্ষি প্রসব করিতেছেন। মহর্ষি জনক

"জনক" নামে বিখ্যাত হইলেও তিনি কখন স্বয়ং নিজ নাম সার্থক করেন নাই, তাই তাঁহার জনক নাম সার্থক করিবার জন্য ভক্তবৎসলা জগ-জ্জননী স্বয়ং তাঁহার নন্দিনী হইয়া ভক্তগৌরবগৌরবিত সাধের 'জানকী' নাম ধারণ করিয়া তাহা জগদ্বিখ্যাত করিলেন। কিন্তু এখনকার জনকদলকে সার্থক করিবার জন্য আর জগদম্বার আবির্ভাবের প্রয়োজন নাই, বরং তিরোভাবেরই আবশ্যক হইয়াছে। ইহাঁরা ধর্ম্মবীর হইয়া দারপরিগ্রহ পরা-ঙ্মুখ জনকের ন্যায় কাপুরুষতা দেখাইতে চাহেন না। ধর্ম্মযুদ্ধে অগ্রসর হইয়া সংসারকে দেখিয়া ভয় কেন? তাই জনকের অপেক্ষা ইহাঁদিগের জনকত্ব রাজর্ষিত্ব কোন অংশেই ন্যূন নহে, অনেকাংশেই সমধিক, তাহাতে আমরা সুখী বই দুঃখী নই—দুঃখ কেবল এই যে, রাজর্ষি জনকের আর একটি নাম ছিল "বিদেহ", যাহার জন্য জানকীরও নামান্তর "বৈদেহী"; ইহাঁরা কত দিনে সেই নামের অধিকারী হইবেন, আমরা কত দিনে আবার কলি-যুগে বসিয়া ত্রেতাযুগের সেই রাজর্ষি জনক বিদেহের পূর্ণ পরিচয় পাইব! জানি না কত দিনে ইহাঁরা ধরাধামে বি-দেহ হইয়া ধরাভার লাঘব করিবেন!!!

জনকের আদর্শ লইয়া কনক কান্তা পরিহার করিবার কোন কথা থাক্ বা না থাক্, ভোগ করিবারও ত কোন কথা নাই। আর সে জনকও ত সন্ধ্যাবন্দন উপাসনাদি নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই—বরং যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানই করিয়াছেন। রাজ্যরক্ষাদি কর্ম্মও যেমন তাঁহার অহঙ্কারমূলক নহে, সন্ধ্যাবন্দন উপাসনাদিও তাঁহার তদ্রূপ অহঙ্কারমূলক নহে। রাজর্ষির ত এই কথা—আর আজ কালকার উপর্ষি-দল আর কিছু ত্যাগ করুন বা না করুন, পূজা পাঠের সময় হইলেই নির্মুক্ত সন্ন্যাসী। কেন ভাই! স্ত্রী পুত্র পরিবার অপেক্ষা দেবতাকে কি তুমি এতই ভালবাস যে, মুক্তির সময়ে তোমার সকল বন্ধন ছুটিয়া যাইবে, আর উপা-সনার বন্ধনেই ঘটিতপ্রায় মুক্তি তোমার বিঘটিত হইয়া যাইবে? সাংসারিক সমস্ত কর্ম্মে যাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তীব্রদৃষ্টি, সেই কি না জ্ঞানাভিমানে অন্ধ হইয়া "কর্ম্ম" বলিয়া সন্ধ্যাবন্দন পূজা পাঠ পরিত্যাগ করিতে যায়, ইহা কি

নাস্তিকতার বিকট আস্পর্দ্ধা নহে? ফল কথা ধর্ম্মের চক্ষে ধূলী নিক্ষেপ সহজ ব্যাপার নহে, সর্ব্বদর্শী ভগবান্ বলিয়াছেন, " করিষ্যস্যবশোপি তৎ " অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া তোমাকে তাহা করিতে হইবেই হইবে। প্রকৃতির কঠোর নিযন্ত্রণায় নিষ্পিষ্ট হইয়া আমাকে যে কর্ম্মের দাসত্ব করিতে হইবেই হইবে, কিছুতেই আমার যে কর্ম্মের কর্কশ হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, সেই কর্ম্মের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আমি তাহার অভয়হস্ত হইতে বঞ্চিত হইব কেন? অবনতমস্তকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতাম, যদি কর্ম্ম আমায় পরিত্যাগ করিত। কর্ম্মের জন্যই কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মিয়াছি, এ জীবনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমি কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিব না, তবে কর্ম্ম যদি আমায় পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহার জন্যও দুঃখিত হইব না। আমার কর্ম্ম করিতে আমার সম্পূর্ণ ভয়, কিন্তু মা আমার অভয়া, মায়ের কর্ম্ম করিতে আমার কিসের ভয়—আমি যে আর আমার নাই—আমার কিসের কর্ম্ম ভাই! আমি যাঁর, কর্ম্মও তাঁর, আমি মার, মা আমার! কর্ম্ম বলিয়া আমার নিকটে কর্ম্মের গৌরব নাই—মায়ের কর্ম্ম, তাই আমার এত কর্ম্মের গৌরব! মায়ে পোয়ে সম্বন্ধ আমার যত দিন না ঘুচিতেছে, কর্ম্মের এ আনন্দ আমার তত দিন ফুরাইবার নহে। ধন্য আমার জন্ম জীবন যে, কর্ম্মভূমি ভারতে জন্মিয়া আমি আজ মায়ের কর্ম্ম-খড়্গ দিয়া আমার কর্ম্মপাশ কাটিতে বসিয়াছি—ধন্য মায়ের অপার করুণা যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাঁহার অনুমোদিত কর্ম্মে কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ়, সেই চিন্তাতীত তত্ত্বময়ী করুণাময়ী মা আমার, আমার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার উপাসনাময় স্নেহময় প্রেমময় কর্ম্মের আজ্ঞা নিজমুখে প্রদান করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা জীবের সৌভাগ্য জগতে আর কি হইতে পারে?—এই স্বতঃসিদ্ধ সৌভাগ্য হইতে জগতে যে বঞ্চিত হয়, তাহার মত দুর্ভাগ্য জীব কে আছে তাহা জানি না——জগদম্বে! রক্ষা কর মা! শত-কোটি জন্মজন্মান্তর ঘোর নরকে অতিবাহিত করি, সেও শ্লাঘ্য, তথাপি মা! তোমার স্নেহময় উপাসনার অধিকার হইতে যেন কখনও বঞ্চিত না হই। মা! তোমার ব্রহ্মাদিদেবদুর্ল্লভ তত্ত্বচিন্তামণি মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া

ত্রৈলোক্যসৃষ্টিস্থিতিসংহারভূমি মহাযন্ত্রের তত্ত্বসাধনায় শিক্ষিত হইয়া মাগো! তুমি মা থাকিতে যেন মা হারা না হই। মায়ের কর্ম্ম করিব না, তবে আসিয়াছি কিসের জন্য, তুমিই মা এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া কৃতার্থ কর!

মা! আমার এ আনন্দ আজ আর ধরায় ধরে না যে, জীব হইয়া আজ আমি শিবের মুখে তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি। ধরাধরকুমারি! মা। তুমি আনন্দময়ী, আজ তোমার আনন্দ তুমিই ধর, সদানন্দের বাক্য রক্ষা করিতে সেই সঙ্গে এ নিরানন্দ সন্তানকে তোমার আনন্দ-অঙ্কে উঠাইয়া লও। দীক্ষিত হইয়াছি, এখন শিক্ষিত হইবার উপায় কি? তাহাই বলিয়া দাও। শাস্ত্ররূপে তোমার আজ্ঞা তুমিই প্রচার করিয়াছ, একবার সাধনা-রূপে সে শাস্ত্রের কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া তোমার তত্ত্ব তুমিই বুঝাইয়া দাও। বল মা! শাস্ত্রে তুমি কি বলিয়াছ?——

তন্ত্র-সংহিতায়াং——

দ্বিবিধং হ্যাল্লব্ধমনো র্ব্বাহ্যান্তর মুপাসনং।
ন্যাসিনাঞ্চান্তরং প্রোক্ত মন্যেষা মুভয়ং তথা॥

লব্ধমন্ত্র (দীক্ষিত) ব্যক্তির বাহ্য ও অন্তর্-ভেদে উপাসনা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে কেবল অন্তঃপূজায় সন্ন্যাসিগণেরই অধিকার, তদ্‌ভিন্ন অন্য উপাসক-গণের সম্বন্ধে অন্তঃপূজা ও বাহ্যপূজা উভয়ই বিহিত।

গৌতমীয়তন্ত্রে ——

অন্তর্যাগ ইতি প্রোক্তো জীবতো মুক্তিদায়কঃ।
মুনীনাঞ্চ মুমুক্ষূণা মধিকারোঽত্র কেবলং॥
অথবা মানসৈ দ্রব্যৈঃ প্রকটেনাপি পূজয়েৎ॥

এই অন্তর্যাগ, জীবিত সাধকের পক্ষেও মুক্তিদায়ক; কিন্তু মুমুক্ষু মুনি-গণেরই কেবল তাহাতে অধিকার। অতএব, পূর্ব্বোক্ত মানসযাগে অসমর্থ সাধকগণ, মনোময় দ্রব্যাদির দ্বারাও বাহ্য পূজার ন্যায় মানসপূজা সম্পন্ন করিবেন।

রাঘবভট্টধৃত সংহিতায়াং শ্রীশিববাক্যম্ —

ন গৃহী জ্ঞানমাত্রেণ পরত্রেহ চ মঙ্গলং।
প্রাপ্নোতি চন্দ্রবদনে দানহোমাদিভি র্ব্বিনা ॥ ১ ॥
গৃহস্থো যদি দানাদি দত্ত্বাগ্নজুহুয়া দপি।
পূজয়েদ্ বিধিনা নৈব কঃ কুর্য্যা দেতদন্বহং ॥ ২ ॥
ন ব্রহ্মচারিণো দাতু মধিকারোঽস্তি ভাবিনি।
গুরুভ্যোঽপি চ সর্ব্বেভ্যঃ কো বা দাস্যত্যপেক্ষিতং।
নারণ্যবাসিনাং শক্তি র্নতে সন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩ ॥
পরিব্রাড় জ্ঞানমাত্রেণ দানহোমাদিভি র্ব্বিনা।
সর্ব্বদুঃখপিশাচেভ্যো মুক্তো ভবতি নান্যথা ॥ ৪ ॥
পরিব্রাড়বিরক্তশ্চ বিরক্তশ্চ গৃহী তথা।
কুম্ভীপাকে নিমজ্জেতে হ্যাবুভৌ কমলাননে ॥ ৫ ॥
পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো গৃহস্থাশ্চ মঙ্গলৈ র্ম্মঙ্গলার্থিনঃ।
পূজোপকরণৈঃ কুর্য্যু র্দ্দত্ত্বা দ্দানানি চার্হনাং ॥ ৬ ॥
বাণপ্রস্থাশ্চ যতয়ো যত্নেবং কুর্য্যু রন্বহং।
সংসারান্ন নিবর্ত্তন্তে বিধ্যন্তি ক্রমদোষতঃ ॥
আরূঢ়পতিতা হ্যেতে ভবেয়ু র্দুঃখভাজনং ॥ ৭ ॥

চন্দ্রবদনে! দান হোমাদি কর্ম্ম ব্যতিরেকে গৃহস্থ কখনও কেবল জ্ঞানবলে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গললাভে সমর্থ হয়েন না। ১ ॥ গৃহস্থও যদি দেয় বস্তু দান না করেন, হোম না করেন, বিধিপূর্ব্বক পূজার অনুষ্ঠান না করেন, তবে প্রত্যহ কে ইহা রক্ষা করিবে? ২ ॥ ভাবিনি! ব্রহ্মচারীর দানে অধিকার নাই, (কারণ তিনি নিষ্কিঞ্চন) তবে আর গুরুবর্গকে সাধ্যানুসারে দানই বা কে করিবে? অরণ্যবাসিগণেরও দানের শক্তি নাই; বিশেষতঃ, কলিযুগে অরণ্যবাসের (বাণপ্রস্থ আশ্রমের) অধিকারই নাই। ৩ ॥ অতএব, কেবল পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) ই দান হোমাদি ব্যতিরেকে জ্ঞান মাত্রের অবলম্বনে সর্ব্বদুঃখযাতনা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ, ইহার অন্যথা নহে। ৪ ॥

পরিব্রাজক হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানে অবিরক্ত (বৈরাগ্যবিহীন) হয় এবং গৃহী হইয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরক্ত (বৈরাগ্যভানকারী) হয়, কমলাননে ! ইহারা উভয়েই কুম্ভীপাক নরকে নিমগ্ন হয়। ৫ ॥ পবিত্র-চরিত্রা কুলবধূগণ এবং মঙ্গলার্থী গৃহস্থগণ মঙ্গলময় পূজোপকরণ দ্বারা প্রত্যহ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন এবং দেব দ্বিজ ইত্যাদির উদ্দেশে দেয়বস্তু সমস্ত দান করিবেন। ৬ ॥ বাণপ্রস্থ এবং যতিগণ যদি এইরূপে প্রত্যহ দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও সংসার হইতে নিবৃত্ত হইতে পারেন না; অধিকন্তু ক্রমদোষে (উত্তরোত্তর বিষয়াসক্তি-দোষে) বিদ্ধ হয়েন। সন্ন্যাস বা বাণপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিয়া যাহারা গৃহস্থের ন্যায় কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত হয়, তাহারা আরূঢ়পতিত হইয়া ইহ পরলোকে দুঃখেরই ভাজন হয় ॥ ৭ ॥

বস্তুতঃ, আলস্যবশতঃ বাহ্য পূজাদির অনুষ্ঠানে অসমর্থ বা বিমুখ হইয়া বাহিরে তত্ত্বজ্ঞানের ভান করিয়া গৃহস্থ হইয়াও যাঁহারা বলেন " বাহ্যপূজার কোন প্রয়োজন নাই, উহা লৌকিক মাত্র, আমরা মানসপূজাই করিয়া থাকি " তাঁহাদিগের ঐরূপ সিদ্ধান্ত যে, নিতান্তই শাস্ত্রবিগর্হিত এবং স্বেচ্ছানুমোদিত, পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বচনপরম্পরাই সে পক্ষে প্রবল প্রমাণ। মানসপূজা মনের দ্বারাই করিতে হইবে, কিন্তু সে মন যত দিন "আমার" না হইতেছে, ততদিন আমি মানস পূজা করি কি দিয়া? "আমার মন" না হইয়া " মনের আমি " যতদিন আছি, ততদিন আমার কেবল মানস-পূজায় অধিকার নাই, ইহা সত্য সত্য সত্য। আমার মনের কর্ত্তা হইয়া আমি যদি সে মনোময় পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে না পারিলাম, স্বাধীন হইয়া মনকে যদি আমি যথাস্থানে নিযুক্ত করিতে না পারিলাম, তবে আমার সেই অনধিকারের মানসপূজায় মন যে আমার তাঁহার চরণ ভুলিয়া গিয়া সংসারের সুখচিন্তা না করিবে, ইহা কে বলিল? মানবের জীবন ধারণের যাহা কিছু অমোঘ উপায় নির্দ্ধারিত আছে, দুগ্ধই তন্মধ্যে সর্ব্ববাদিসিদ্ধ-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; দধি ক্ষীর নবনীত ঘৃত ইত্যাদি যাহা কিছু

পদার্থ, সমস্তই দুগ্ধেরই পরিণাম, এ জন্য দুগ্ধ হইতে যাহা হয়, তাহাই জগতে উপাদেয় বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই দুগ্ধ যদি অম্ল বা কটুতিক্তাদি অন্য বস্তুর সংমিশ্রণে কোনরূপ দূষিত পর্য্যুষিত হয়, তবে তাহার পরিণাম যাহা ঘটে, তাহার অন্য পরীক্ষা দূরে থাক, ঘ্রাণগ্রহণেও বমনের উদ্রেক হয়; আর সে বিকট ঘৃণার সংস্কার যেমন চিরস্থায়ী হয়, তেমন আর কিছুই নহে। ইহার একমাত্র কারণ কেবল—দুগ্ধের সর্ব্বোত্তম উপাদেয়তা। দুগ্ধ যদি এত উত্তম না হইত, তবে তাহার কুপরিণাম কখনই এত অধম হইত না। যেমন গুড়ের পরিণাম চিনি মিছ্রি মিষ্টান্ন হইলেও ততদূর পাক করিয়া না উঠিতে পারিলেও মিষ্টান্ন না হয় নাই হইল, কিন্তু রস চিনি বা গুড় ত আমার ঠিক থাকিয়াই যাইবে। ছানার সন্দেশ না করিতে পারিলেও আম আমড়া কুলের সঙ্গে মিশাইলে অম্লও ত মিষ্ট হইবার কথা — সে মিষ্ট আবার এত মিষ্ট যে, মিষ্টান্নের স্মরণ করিলে অনুপস্থিত মিষ্টান্নের অভাব মাত্রেরই অনুভব হয়, কিন্তু ঐ গুড়মিশ্রিত অম্লের কথা প্রসঙ্গায়ত্ত মনে হইলেও জিহ্বায় জল আসে, তাই ভাষায় " অম্ল-মধুর " বলিয়া একটি সঙ্কর রসের নাম করণ বা অবতারণা হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, গুড় দুগ্ধের ন্যায় সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে। কেবল দুগ্ধপান করিয়া যিনি জীবন ধারণ করিতে চাহেন, ঘটনাক্রমে কোন দিন তাঁহার দুগ্ধের ঐ দুর্গতি ঘটিলে তাঁহার পক্ষে যেমন বিড়ম্বনার সম্ভাবনা, মিষ্টান্নভোজীর পক্ষে তেমন নহে; তদ্রূপ মানসপূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ কথা সর্ব্ববাদিসিদ্ধ, কিন্তু যে মন দিয়া সেই মানস পূজা করিতে হইবে সেই মনই যদি দূষিত কলুষিত বা বিকারগ্রস্ত হয়, তবে আমি মানসপূজা করি কি দিয়া? মন দূষিত হইলে তাহা হইতে তখন যে দুর্গন্ধ ছুটিতে থাকে, তাহাতে দেবতা দূরে থাকুন, মানুষেরও তথাতে দাঁড়ান কঠিন। দুগ্ধ হইতে নবনীত উঠাইয়া লইতে হইবে, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সেই দুগ্ধই যদি আদৌ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সে নবনীত উঠাই কোথা হইতে? যে নবনীত দুগ্ধে ছিল, তাহা আমি অন্য পদার্থে মিশাইয়া যদি

দুগ্ধকে বিকৃত করিয়া থাকি, মনের যে আসক্তি শক্তি ছিল, তাহা আমি সংসারে স্ত্রীপুত্রের মমতায় মিশাইয়া দিয়া, এখন যদি সেই মন হইতে ভগবানে বা ভগবতীতে পরাভক্তি পাইবার চেষ্টা করি, তবে সে চেষ্টাও যে আমার ইহপরলোকে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে "ঘোল" খাইবারই চেষ্টা, ইহা ত নিঃসন্দিগ্ধ। তাই সেই সর্ব্বকামদুঘা সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বমঙ্গলা-সুরভিকে যত দিন নিজহৃদয়মন্দিরদ্বারে অবরুদ্ধ করিতে না পারিতেছি, তত দিন কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর না করিয়া, দুগ্ধ গুড় মিষ্টান্ন যে দিন তিনি যাহা দেন, তাহাতে নির্ভর রাখাই আমার জীবন রক্ষার উপায়। তুমি মহা অম্ল আম আমড়া দেও না কেন, আমি তাহাতে গৌণীভক্তির গুড় দিয়া এমন অম্ল পাক করিব, যাহাতে ঘোর অরুচিগ্রস্ত রোগীও সুরুচিসম্পন্ন হইয়া মিষ্টান্ন পায়স ভোজনেও সুপটু হইয়া উঠিবে——শত শত সন্ন্যাসী সাধু সন্তেরও জিহ্বায় জল আসিবে। মূলে যদি আমার অরুচি রহিয়া গেল, তুমি তাহাতে দুগ্ধ পায়স মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া আমার কি করিবে? আমার মন যদি না নিশ্চল হয়, তবে তুমি সেই যোগীর আহার মানসপূজা সংসাররোগী—আমাকে উপদেশ দিয়া কি করিবে? অরুচি থাকিতে তুমি যাহা দিবে, তাহা ত আহার করিতে পারিবই না, অধিকন্তু অনাহারে জ্বলিয়া পুড়িয়া অকালে প্রাণ হারাইব; তাই বৈদ্যনাথের চিকিৎসালয়ে তন্ত্রমতে রোগীর আহার আর যোগীর আহার এক নহে। সন্ন্যাসীর কেবল মানসপূজাতেই অধিকার, আর আমি সংসারী, আমার পক্ষে মানসপূজা বাহ্যপূজা উভয়েরই নিত্যাধিকার। যাহাতে প্রথমতঃ আমার অরুচি সারে, তাহাই আমার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদেয়। দুধ দিতে হয় দাও, কিন্তু যত দিন অরুচি না সারে, তত দিন কেবল দুধের উপর নির্ভর রাখিও না। অর্জ্জি অন্নে আমি যে আনন্দ পাইব, দুধে আমার সে আনন্দ ঘটিবে না। বাহ্য পূজার অনুষ্ঠানে ধূপ দীপে মণ্ডপ আমোদিত আলোকিত করিয়া ঢাক ঢোল কাঁশর ঘণ্টার বাদ্যরোলে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলভেদী স্তোত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে "জয় জয় মা।

তারা ” রবে প্রাণের তন্ত্রী বাজাইয়া আজ মাকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাখিয়া আমি যে আনন্দ পাইব, ত্রিনয়নার নয়নতারায় এ দ্বিনয়নের তারা মিশাইয়া আমি ব্রহ্মাণ্ড যেমন তারাময় দেখিব—অনধিকারে কেবল-মানস-পূজা করিতে গিয়া আমার নয়নে তারা থাকিলেও আজ হৃদয়ে তারার অভাবে আমি সেই শতদীপসমুজ্জ্বল মণ্ডপে বসিয়াও ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিব। ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মজ্যোতিঃ যেখানে অন্তর্হিত, লক্ষকোটি চন্দ্র সূর্য্য একত্র হইলেও কি সেখানে আলোক দিতে পারে? আমার সেই অখণ্ড অনন্ত হৃদয়াকাশে ব্রহ্মময়ীর জ্যোতির পাশে অনন্ত গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য খদ্যোতবৎও উদ্দ্যোতিত হয় না, আবার তাঁহার অন্তর্দ্ধানে ইহারা প্রত্যেকে শত সহস্ররূপে সমুদিত হইয়াও সে অভাবের শতাংশের একাংশও পরিপূরণ করিতে পারে না। যত দিন আমার সে আকাশে নিত্যপূর্ণিমার প্রতিষ্ঠা না হইতেছে, যত দিন সে নিষ্কলঙ্কসুধাময়ী মন্ত্রমণ্ডল-বিলাসিনী মা আমার এ হৃদয় উদয়াচলে নিত্যকৌমুদী-হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ না করিতেছেন, যত দিন শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষের উভয় কক্ষে আমি লুক্কায়িত, যত দিন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, সংসার ও সাধনা, বাহিরে গার্হস্থ্য ও অন্তরে সন্ন্যাস, এই উভয় পথে উভয় গতি আমার রহিয়াছে, তত দিন এই ঘোর অমাবস্যার মহানিশাতে সেই চন্দ্রচূড়মনোমোহিনী চন্দ্রমালা সন্দর্শন করিতে হইলেই বাহিরে চন্দ্রমণ্ডল উদিত করিয়া সে চন্দ্রের কৌমুদীমালায় বাহিরের অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া বাহিরের সেই প্রতিবিম্ব-কিরণ হইতেই অন্তরের বিম্ব-কিরণের কেন্দ্রপথ স্থির করিয়া লইতে হইবে। ভূমণ্ডল হইতে সূর্য্যমণ্ডল দুর্দ্ধর্ষ দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও প্রস্তরাদি পাত্রে জল রাখিয়া সেই জলের অন্তস্তল হইতে যেমন দৃষ্টির অবিরোধে সূক্ষ্মরূপে সূর্য্যমণ্ডল লক্ষ্য হয়, তদ্রূপ বাহিরে যন্ত্র মন্ত্র প্রতিমা ইত্যাদি হইতেই তাঁহার সূক্ষ্ম স্বরূপবিভূতিতত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইবে। তাই বাহ্যপূজা ব্যতীত গৃহীর কেবল-মানসপূজা সিদ্ধ হইবার নহে বলিয়াই তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সংসারধর্ম্ম কেবল মানুষপূজার সিদ্ধপীঠ, ইহার মধ্যে বসিয়া দেবতার মানসপূজা সম্পূর্ণ সিদ্ধ

হওয়া অসম্ভব। গোশালায় গোমূত্রের কর্দ্দমের মধ্যে অনাবৃত দুগ্ধ স্থির রাখাও যেমন কঠিন, সংসারে স্ত্রী পুত্রের মায়া মমতা মধ্যেও দেবতার প্রেমে মনকে মুগ্ধ রাখাও তেমনই কঠিন ; তাই মন যত দিন আমার না হইতেছে, তত দিন "মানসপূজা মানসপূজা" করিয়া এ বৃথা চীৎকার কেবল অদৃষ্টের বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নহে। অন্যের কথা দূরে থাক্—— সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধসাধক মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্তে শুনিয়াছি—— দীক্ষার পর সাধনার প্রথমাবস্থায় তিনি যখন রাজকার্য্যাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ নিভৃত পূজামন্দিরে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করিয়া পূজা ধ্যানাদিতে নিয়ত নিমগ্ন থাকিতেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী রাণী কাত্যায়নীর কনককঙ্কণ প্রস্তুত করিতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে একদা রাণীর করদ্বয় কঙ্কণহীন লক্ষ্য করিয়া রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাণীর উত্তরে অবগত হইলেন যে "কঙ্কণ তখনও প্রস্তুত হয় নাই"। পরদিবস তিনি যখন পূজানিরত, সেই সময়ে জনৈক জটাজূটবিমণ্ডিত সন্ন্যাসী তাঁহার সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বাররক্ষকগণকে বলিলেন "তোমাদিগের মহারাজা কোথায় ? তাঁহাকে গিয়া বল একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত"। দ্বাররক্ষকগণ বিনম্রবচনে বলিল "প্রভো! মহারাজ এ সময়ে তাঁহার আহ্নিকের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাতে কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই, কোন কথা বলিলেও তাহার উত্তর পাইবার সম্ভাবনা নাই"। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন "আমি বলিতেছি, যাও"। দ্বাররক্ষকগণ সন্ন্যাসীর আজ্ঞালঙ্ঘনভয়ে ভীত হইয়া আদেশের অনুরূপ কার্য্য করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। রাজা রামকৃষ্ণ সে সময়ে ইষ্টদেবতার মানসপূজায় নিমগ্ন ছিলেন, সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা শুনিয়াও সে কথায় কোন উত্তর করিলেন না। দ্বাররক্ষকগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকটে যথাযথ নিবেদন করিল, সন্ন্যাসী ঈষদাকুঞ্চিতলোচনে হসিতবচনে গম্ভীর স্বরে বলিলেন "পূজা সমাপন করিয়া মহারাজ বাহিরে আসিলে তাঁহাকে বলিও— রাণীর

কঙ্কণচিন্তা আর ইষ্টদেবতার মানসপূজা এক নহে” এই বলিয়া সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। দ্বাররক্ষকগণ এ কথার কোন তত্ত্বও বুঝিতে পারিল না, স্বচ্ছন্দচারী মহাপুরুষের গমনেও বাধা দিতে সাহসী হইল না। অনন্তর রাজা রামকৃষ্ণ যথা সময়ে পূজাগৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া দ্বাররক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন “সন্ন্যাসী কোথায় ?” তাহারা সভয়ে সন্ন্যাসীর বাক্য ও প্রস্থান বৃত্তান্ত রাজাকে অবগত করিল। “রাণীর কঙ্কণ-চিন্তা আর ইষ্টদেবতার মানসপূজা এক নহে” এ কথা আজ বিদ্যুচ্চকিতবৎ রাজার কর্ণপথ দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল. স্বকৃত অপরাধভয়ে ব্রহ্ম-রন্ধ্র কাঁপিয়া উঠিল, আর্ত্তগদগদ ভীতকম্পিতস্বরে “কোথায় সন্ন্যাসী” বলিয়া রাজা আজ্ স্বয়ং রাজপথে ছুটিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী যথায়, রাজা তথা হইতে এখনও অনেক দূরে, তাই সন্ন্যাসীর সন্ধান পাওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল; কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁহাকে যে সন্ধান দিয়া গেলেন, তাহাতে ইহার পর রাজার সন্ধান পাওয়াও সকলের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। তিনি কখন্ কোথায় কি ভাবে কি অবস্থায় থাকেন, তাহার কিছু-মাত্র স্থিরতা রহিল না, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, সর্ব্বদাই ধীরস্তিমিতলোচন, সর্ব্বদাই ধারাবাহিকসমাধিস্রোতে নিমগ্নমূর্ত্তি, এই ভাবেই তিন বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। অতঃপর পূর্ব্ব নিয়মানুসারে রাজা এক দিন পূজাগৃহে পূজায় ব্যাপৃত আছেন, সেই দিন সেই সময়ে আবার সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। দ্বাররক্ষকগণ সন্ন্যাসীর দর্শনমাত্র তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে রাজার পূজাগৃহ দ্বারে লইয়া উপ-স্থিত করিল। রাজা সে দিনও তখন মায়ের মানসপূজায় ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু বিশেষ সঙ্কটাপন্ন; রামকৃষ্ণ আজ মনোময় উপচারে মনোময়ীর পূজায় ব্যাপৃত, রাজকুমার আজ উচ্চকিরীটসংজুষ্ট মনোময়-মণিমুকুটে মুক্তকেশীর সীমন্ত সুশোভিত করিয়াছেন, তাহার পরেই ভক্তবৎসলার কম্বুকণ্ঠে রক্তজবার মনোময়মালা সাজাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন, উভয় হস্তে মালা উদ্বেলিত করিয়া যতবার তাহা মায়ের কণ্ঠে দিতে চেষ্টা করিতেছেন,

ততবারই উচ্চকিরীটের শিখরে ঠেকিয়া মালা ফিরিয়া আসিতেছে—বার বার এইরূপে উদ্যম ব্যর্থ দেখিয়া রাজা বড়ই বিষণ্ণ ও বিপন্ন হইয়া ভাবিতেছেন "বুঝি আজ আর মাকে মালা পরাইতে পারিলাম না"। অপার দুঃখভরে বিশাল চক্ষু ছল ছল হইয়া উঠিল, কাঁদিয়া বলিলেন "মা! আমি কি করিব?" মন্দিরের বাহির হইতে উত্তর হইল — "রামকৃষ্ণ! কাঁদ কেন? মুক্তকেশীর মস্তকে আজ মুকুট দিয়াই ত এ বিপদ্ ঘটাইয়াছ, মুকুট উঠাইয়া মালা পরাও"। মা রহিলেন, পূজা রহিল, রামকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিয়া মন্দিরের কবাট খুলিলেন; কেবল বাহিরে মন্দিরের কবাট খুলিলেন, তাহা নহে, অন্তর্মন্দিরেরও কবাট খুলিলেন; চাহিয়া দেখিলেন—ভস্মভূষিততেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসিমূর্ত্তি মহাপুরুষ—চিনিলেন—জন্মান্তরের শ্মশানসাধনার বন্ধু সেই সিদ্ধ সাধক পূর্ণানন্দ গিরি; চরণে প্রণত হইয়া বলিলেন "দাদা! আজ আমার এই দশা! সেই যে তুমি লজ্জা দিয়া কৃপা করিয়া পালাইয়াছ, এ তিন বৎসর আমার কি ভাবে গিয়াছে, তাহা মা জানেন আর তুমি জান"। পূর্ণানন্দ হাসিয়া বলিলেন—"ভয় নাই ভাই! আমি সেই পালাইয়াছিলাম বলিয়াই এই তিন বৎসর পরে আজ তোমার নিকটে আসিতে পারিলাম—তখন তুমি যাহা ছিলে তাহাতে আমার আসিবার সময় হয় নাই—একবার মনে করিয়া দেখ দেখি, কোথায় সেই কঙ্কণচিন্তা, আর কোথায় এই মালাসঙ্কট !!! মা তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন বলিয়াই আমি জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আবার আসিয়াছি"। এই ঘটনার পর হইতেই মহারাজ রামকৃষ্ণ মহারাণী কাত্যায়নীর সহিত ভৈরব-ভৈরবী যুগলমূর্ত্তিতে আত্রেয়ী-তীরে (বক্সরে) মহাশ্মশানসাধনায় পূর্ণানন্দ গিরির সহচারী হইলেন। *

সাধক এখন একবার মনে করুন, মহারাজ রামকৃষ্ণের ন্যায় সৌভাগ্যশালী সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষ এ সংসারে কয় জন জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন?

* মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্তে ইহার পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকল, সময়ে মা সর্ব্বমঙ্গলার প্রসাদে সাধক সাধিকাবর্গের সমীপে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

পূর্ণানন্দ গিরির ন্যায় জন্মান্তরের উত্তরসাধক এ জগতে কয়জনকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন, সম্রাট হইয়া বিপুল রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগবাসনার মধ্য হইতে কয় জন ধর্ম্মবীর এরূপ শ্মশানসন্ন্যাসী সাজিতে সমর্থ? মৃত্যুকালে অভিন্ন গুরুমূর্ত্তিতে জগদম্বা কয়জন সাধককে সেরূপ দর্শন দিয়া থাকেন? সাধনার প্রথমাধিকারে সেই জন্মান্তরসঞ্চিত-সাধনসম্পত্তি এ হেন রামকৃষ্ণেরও যে মানসপূজায় মাকে ভুলিয়া স্ত্রীর কঙ্কণচিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই মানসপূজায় আজ বিষয়কীট তুমি আমি পূর্ণ অধিকারী, এ কথা মনে করিতেও কি লজ্জা হয় না? পূর্ণানন্দগিরি আসিয়া রামকৃষ্ণকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তোমার আমার জন্য পূর্ণানন্দ গিরিকে আসিতে হইবে না—সংসারের এ নিরানন্দ গিরির চাপে পড়িয়াও কি তাহা স্মরণ হয় না? মানসপূজায় রামকৃষ্ণের যত দিন পূর্ণাধিকার না হইয়াছিল, তত দিনই তাঁহার সংসারসম্বন্ধ ছিল, তাহার পর পূর্ণানন্দময়ীর কৃপায় পূর্ণানন্দকে পাইয়া যখন তাঁহার সে অধিকার জন্মিল; তখন হইতেই তাঁহার সংসারসম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল, রাণীকে ছাড়িয়া কঙ্কণকে ছাড়িয়া তাঁহার মন যে দিন তাঁহার হইল, সেই দিন হইতেই তাঁহার সে সুপ্রশস্ত মনঃপ্রাঙ্গনে মনোময়ী রণরঙ্গিণীর উল্লাসতরঙ্গ-নৃত্যের আরম্ভ হইল, তাই তাঁহার মনোময় জবার মালা মায়ের মুকুটে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিল। বলিতে পার কি, তোমার আমার মানসপূজায় কখন কোন একদিনও এমন কোন একটি ঘটনাও কি ঘটিয়াছে? মায়ের সর্ব্বাঙ্গ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে আনিয়া একাধিক্রমে আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় পর্য্যন্ত দান করিয়া তাহার পরে জগজ্জননীকে স্নান করাইয়া বসন ভূষণ সাজাইবার সময়ে এ মুকুটমালাবিভ্রাট। বিষয়াসক্ত জীবের চিত্ত, এতক্ষণও কি স্থির থাকে? এতক্ষণ স্থির থাকা দূরে থাক্, যতক্ষণ এ কথা গুলি বলিতেছি, এতক্ষণও কি স্থির থাকে? হরি! হরি! উন্মেষে নিমেষে যে মন দণ্ডে দশবার সুমেরু হইতে কুমেরু যাত্রা করে, সেই মনকে সহায় করিয়া তোমার আমার এই বৈকুণ্ঠ কৈলাস বৃন্দাবন যাত্রা! তোমায় আমায় পথে ফেলিয়া মন

যাইবে মনের দেশে, আমার না ঘটিল গৃহবাস, না ঘটিল সন্ন্যাস, না ঘটিল বৈকুণ্ঠ, না ঘটিল কৈলাস! মন হারাইয়া প্রাণ লইয়া তখন যে গৃহবাস, সেও এক সর্ব্বনাশ—তাই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" সমস্ত নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে, তখন অর্দ্ধেক ত্যাগ করিলেও যদি অর্দ্ধেক রক্ষা পায়, তবে তাহাই শ্রেয়ঃ কল্প। তাই শাস্ত্র তোমার আমার এই সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা দেখিয়াই অন্তর্যাগ ও বহির্যাগ, মানসপূজা ও বাহ্যপূজা উভয়েরই আদেশ করিয়াছেন। অসাধিত অশোধিত মনের প্রতি নির্ভর করিয়া যে কেবল-মানসপূজা করিতে যায়, মনের কল্যাণে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, সেই সময়ে মনের অর্দ্ধেক বাধ দিয়াও যদি বাহ্যপূজার অর্দ্ধেক রক্ষা পায়, তবে সেই আমার যথেষ্ট লাভ—তাই নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি গৃহী কি সন্ন্যাসী সকলেরই অন্তর্যাগ ও বহির্যাগ উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বিশেষতঃ গৃহস্থের ত তাহা না করিলে সর্ব্বনাশই ঘটিবে, কারণ— বিবেকবৈরাগ্যসাধনার বলে সন্ন্যাসীর অন্তঃকরণ কোন না কোন এক দিন বিষয়বাসনাকষায় পরিহার করিয়া নির্ম্মল বিধৌত স্বচ্ছ সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু জন্মজন্মান্তরের সাধনাবলে করুণাময়ীর নিতান্ত করুণা না ঘটিলে নিরন্তর স্ত্রীপুত্রাদি স্নেহপাশবিজড়িত জড়জীব গৃহস্থের পক্ষে সে আশা সুদূরপরাহত। ভগবান্ ভূতভাবন গন্ধর্ব্বতন্ত্রেও অন্তর্যাগের পরে তাহা বিস্পষ্টরূপে আজ্ঞা করিয়াছেন—

ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ
এবমেব মহেশানি পূজয়াম্যহমীশ্বরীং
যোগিনো মুনয়শ্চৈব পূজয়ন্তি সদা প্রিয়ে।
কেবলং মানসেনৈব নৈব সিদ্ধো ভবেদ্গৃহী
সবাহ্যেন তু তন্ত্রেন সিদ্ধোভবতি তদ্ গৃহী ॥

"মহেশ্বরি! এইরূপে অন্তর্যাগ করিয়া সাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হয়েন, আমিও এইরূপেই ঈশ্বরীর পূজা করিয়া থাকি, যোগিগণ এবং মুনি-

গণও এইরূপেই নিয়ত পূজা করিয়া থাকেন; কিন্তু কেবল এই অন্তর্যাগে গৃহী কখনও সিদ্ধ হইতে পারেন না, বহির্যাগের সহিত অন্তর্যাগের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহী সিদ্ধ হইয়া থাকেন।"

একণে সাধক একবার মনে করিবেন——যেখানে স্বয়ং মহেশ্বর বলিতেছেন "আমি এইরূপে তাঁহার পূজা করিয়া থাকি এবং যোগিগণ মুনিগণও সর্ব্বদা করিয়া থাকেন"। শিবরূপেই হউক অথবা শক্তি-রূপেই হউক তিনি তাঁহার নিজের পূজা নিজে করেন সে সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যোগিগণ মুনিগণের পূজাস্থলেই বলিতেছেন—— "পূজয়ন্তি সদা প্রিয়ে" যোগিগণ মুনিগণ পূজা করেন তাহাও "সদা" অর্থাৎ নিয়ত অনুষ্ঠানের অভ্যাস না থাকিলে পাছে অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হয়েন এই আশঙ্কায় তাঁহাদিগেরও "সদা"। এখন বল মানস-পূজক! যে পূজায় স্বয়ং মহেশ্বর নিজে নিজপূজার পূর্ণ অধিকারী, যে পূজায় যোগী ঋষিগণের অধিকার থাকিলেও ভয়ে ভয়ে "সদা" প্রয়োগ, সেই সদা-পূজায় আজ যদা-কদা-তদা-পূজক তুমি আমি অধিকারী, ইহা কি উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ নহে? গৃহস্থের যদি বাহ্যকর্ম্মের কোন সংস্রবই না থাকিত, তাহা হইলে শাস্ত্র কখনও তাঁহাকে এরূপ কর্ম্মগণ্ডীর মধ্যে অবরুদ্ধ করিতেন না, আমরাও গৃহস্থের জন্য এত পূঙ্খানুপুঙ্খ তীব্র অনুসন্ধান করিতাম না। গৃহস্থ! তুমি অনায়াসে তোমাকে বাহ্যকর্ম্মবিরহিত বলিয়া মনে করিতে পার, কিন্তু যত দিন তোমার "গৃহস্থ" নাম রহিয়াছে, তত দিন আমি তাহা বিশ্বাস করি কি রূপে? বাহ্যব্যাপার লইয়াই সংসার, সেই সংসারের স্থিতিধর্ম্মই গার্হস্থ ধর্ম্ম, সেই গার্হস্থ ধর্ম্ম লইয়া যাঁহার "গৃহস্থ" উপাধি, বাহ্যকর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব নাই, ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? তবে সেই নিঃসঙ্গ বিবেক বৈরাগ্য যাঁহাদিগের উপস্থিত হইয়াছে, গীতায় ভগবান্ যাঁহাদিগকে কর্ম্মযোগী বা যুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাদৃশ অন্তরে অভিমানশূন্য বাহিরে কর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী মহাপুরুষ-গণকে আমরা অনাসক্ত বা নির্লিপ্ত বলিতে পারি, কিন্তু তথাপি কর্ম্মসম্বন্ধ-

বিরহিত বলিতে পারি না। যদি কর্ম্মসম্বন্ধ-বিরহিতই হইবেন, তবে আর তাঁহার কর্ম্মে আসক্তির সম্ভবনাই বা কি ছিল, যাহাতে তাঁহাকে অনাসক্ত বলিতে পারি। যোগীর অধিকাংশ মানসিকবৃত্তিই মনোময় উপকরণে চরিতার্থ হইয়া থাকে, তিনি কেবল—মানসপূজার অধিকারী হইতে পারেন; আমি বিষয়ী, আমার মনোবৃত্তি বাহ্য বিষয় সকল লইয়া নিত্য চরিতার্থ, তাই কেবল-মানসপূজায় আমার অধিকার অসম্ভব। একদিন বাহ্যস্নান না করিলে গ্রীষ্মের জ্বালায় শরীর আমার ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, একদিন আহার না করিলে এ ভৌতিকদেহ অবসন্ন হইয়া পড়ে, একদিন রাত্রি-জাগরণ করিলে পরদিন উত্থানশক্তি থাকে না, এই সকল কারণে কেবল দৈহিক অস্বাস্থ্য ঘটে তাহা নহে, মনোবৃত্তিও অবসন্ন অধীর অভিভূত হইয়া পড়ে, এ অবস্থায় বাহ্যবিষয়বিরহে এক মুহূর্ত্তও যখন আমার মানসিক শান্তি স্বস্তি সম্ভবে না, তখন কেবল-মানসপূজা করিয়া আমার অন্তঃকরণ শান্ত হইবার নহে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থিরতর সিদ্ধান্ত। তবে বাহ্যপূজার সঙ্গে সঙ্গে মানসপূজার অভ্যাস করিতে করিতে তাঁহার রূপে, গুণে, নামে, প্রেমে এমন যদি কখন তাঁহার বিভূতিসাগরে ডুবিয়া পড়িয়া তাঁহাতেই উন্মত্ত মাতোয়ারা হইয়া যাই, ঘোরতর সুরাপানমত্ত পুরুষ যেমন নিত্যসংস্কারসিদ্ধ দৈহিককার্য্য সকল সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিলেও তাহাতে তাহার নিজ কার্য্যের অভিমান থাকে না, তাহার ন্যায় আমি যদি তাঁহার প্রেমভক্তি-সুধাপানে তদ্রূপ উন্মত্ত হইয়া সংস্কারসিদ্ধ সংসারকার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহার স্বরূপেই আত্মঅস্তিত্ব মিশাইয়া দিতে পারি, তবে সেই দিন আমি বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কেবল-মানস পূজার অধিকারী হইব — সে দিন কেবল বাহ্য পূজাই পরিত্যাগ করিব, তাহা নহে, অথবা আমি বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিব, ইহাও নহে - বাহ্য বিষয় সমস্তই সে দিন স্বতএব পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন নিজ চেষ্টায় বাহ্যপূজা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করাও

মহাপাপ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শারীরিক সাংসারিক বৈষয়িক সমস্ত বাহ্য-কর্ম্ম আমি অক্ষুণ্ণরূপে নিয়ত অনুষ্ঠান করিব অথচ তাঁহার উপাসনার সময় হইলেই তখন ভজনাদি মানস নির্ব্বাহ করিয়া ভোজনাদি কায়িক নির্ব্বাহ করিব, দেবতার নিকটে এরূপ প্রতারণা কেবল নরকযাত্রারই সুপ্রশস্ত রাজপথ। আর ইহাও বড়ই বিস্ময়ের কথা যে, যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কর্ম্মপাশ উত্তরোত্তর বিষম জটিল নিবিড়গ্রন্থিসঙ্কুল হইয়া উঠিবে, যে সকল কর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠান ও আসক্তিবশতঃ সংসারের মায়া মমতায় আমাকে নিয়ত শত শত অকার্য্য কুকার্য্য সাধন করিতে হইবে, যে কর্ম্মের বাধ্যতাবশতঃ আমাকে অবশ্যম্ভাবি নিজমরণ পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া পর-লোকের পবিত্র পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হইবে, অনায়াসে আমি সে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এ ব্যর্থ-মানবজীবন কালকিঙ্করের কঠোর দণ্ডের অধীন করিব, অথচ যে কর্ম্মে জ্ঞান বৈরাগ্য বিবেক খড়্গের শাণিত-ধারে সঞ্চিত কর্ম্মপাশ সকল ছেদন করিয়া নিত্যমুক্তজীবনে ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া ব্রহ্মময়ীর নিত্যধামে নিত্যবাস লাভ করিব, সেই কর্ম্মভোগ-নিকৃন্তন মহাকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই বঞ্চিত হইব। জলের দ্বারা যেমন জলের নির্গম হয়, কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টকের উন্মূলন হয়, কর্ম্মদ্বারাও তদ্রূপ কর্ম্মপাশের ক্ষয় হইয়া থাকে; তাই সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ কর্ম্মসাগর-কর্ণধার ভগবান্ মহেশ্বরের শ্রীমুখের আজ্ঞা——

শাক্তানন্দতরঙ্গিন্যাং ১ম উল্লাসে – জ্ঞানভাব্যে—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দেহে প্রলভ্যতে॥ ১
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তার মনুগচ্ছতি॥
প্রাক্তনং বলবৎকর্ম্ম কোঽন্যথা তৎ করিষ্যতি॥ ২
দেহঃ কর্ম্মাত্মকঃ প্রোক্ত স্তদ্দেহে প্রতিষ্ঠিতং।
কর্ম্ম-যোগানুরূপেণ নির্ম্মলং বিধি মাদিশেৎ॥ ৩

চরাচর মিদং দেবি সর্ব্বং কর্ম্মাত্মকং প্রিয়ে।
মাতা কার্য্যং পিতা কর্ম্ম কর্ম্মৈব পরমোগুরুঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি কর্ম্মণৈব লভেন্নরঃ॥ ৪
সুখদুঃখময়ৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্যৈঃ পাপৈ র্নিযন্ত্রিতঃ।
তত্তজ্জাতিযুতং দেহং সম্ভোগঞ্চ স্বকর্ম্মজং॥ ৫
অত্র জন্ম সহস্রৈস্তু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি।
কদাচিল্লভতে জন্তু র্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥ ৬
নিদ্রাচ মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে॥ ৭

* * * * * *

স্বদেহমপি জীবোঽয়ং ত্যক্ত্বা যাতি কুলেশ্বরি।
স্ত্রীমাতৃধন-পুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা॥ ৮
শতং জীবতি অত্যল্পং নিদ্রা তস্যার্দ্ধহারিণী।
বাল্যভোগজরাদুঃখৈ র্বদ্ধং তদপি নিষ্ফলং॥ ৯
দুঃখমূলং হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ।
তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে॥ ১০
প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া।
রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে মানবাঃ সদা॥ ১১
দিব্যৌষধং ন সেবেত মহাব্যাধিবিনাশনং।
তদ্ব্যাধিবর্দ্ধনাপথ্যং কুর্ব্বন্তি বহুভেষজং॥ ১২
স্বকর্ম্মফলদেহিত্বে দুষ্কর্ম্মাণি করোতি যঃ।
কামধেনুং সমাক্রম্য হ্যর্কক্ষীরং স মার্গতি। ১৩
অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ॥ ১৪
অধ্রুবেন শরীরেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা।
যো ধ্রুবং নার্জ্জয়েদ্ধর্ম্মং স মর্ত্ত্যোমূঢ়চেতনঃ॥ ১৫

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ গচ্ছতি।
নাপি পুত্রো ন বা জ্ঞাতি ধর্ম্ম স্তিষ্ঠতি কেবলং ॥ ১৬
পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো ন মুচ্যতে।
পণ্ডিতে চৈব মূর্খে চ বলিন্যপ্যথ দুর্ব্বলে।
ঈশ্বরে চ দরিদ্রে চ মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতা ॥ ১৭
রাজতঃ সলিলাদগ্নে শ্চৌরতঃ স্বজনাদপি।
ভয় মর্থকৃতাং নিত্যং মৃত্যোঃ পাপকৃতামিব ॥ ১৮
শ্বঃ কার্য্য মদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকং।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতং ॥ ১৯
কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কর্ম্মনিরতঃ সদা।
অফলাকাঙ্ক্ষিচিত্তো যঃ স মোক্ষ মধিগচ্ছতি ॥ ২০

কর্ম্মানুসারেই জীব জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মানুসারেই জীবের প্রলয় ঘটে; দেহ বিনষ্ট হইলে জীব কর্ম্মানুসারেই জন্মান্তরে দেহলাভ করিয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মের অনুগত হয়॥ ১। সহস্রধেনুর মধ্যেও বৎস যেমন তাহার মাতাকে অনুসন্ধান করিয়া লয়; তদ্রূপ জীবের শুভ বা অশুভ উভয়বিধ কর্ম্মই অনন্ত-কোটিজীবের মধ্যেও নিজ কর্ত্তারই অনুগমন করে। জন্মান্তরসঞ্চিত কর্ম্ম এ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ, কাহার সাধ্য তাহার গতির অন্যথা করিবে? ২। জীবের দেহই কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মসমস্ত তাহার দেহেই প্রতি-ষ্ঠিত, অতএব, কর্ম্মযোগের যাহা অনুরূপ, তাদৃশ নির্ম্মলবিধিরই অনুষ্ঠান করিবে। ৩। দেবি! চরাচর সমস্তই কর্ম্মাত্মক, কর্ম্মই মাতা, কর্ম্মই পিতা, কর্ম্মই জীবের পরমগুরুরূপে তত্ত্বপথপ্রদর্শক। কর্ম্ম দ্বারাই জীব স্বর্গ বা নরক লাভ করে। ৪। সুখদুঃখময় স্বীয় পুণ্যপাপে নিযন্ত্রিত হইয়াই জীব সেই সেই কর্ম্মানুযায়ি-জাতিবিশিষ্ট দেহ লাভ করিয়া স্বীয় কর্ম্মজনিত ফলে-রই সম্ভোগ করিয়া থাকে। ৫। পার্ব্বতি! সংসারে সহস্র সহস্র জন্ম অতিক্রম করিয়া সঞ্চিত পুণ্যফলে জীব কদাচিৎ মনুষ্য দেহ লাভ করে।৬। আহার নিদ্রা স্ত্রীসংসর্গ, ইহা সমস্ত প্রাণীরই সমান; তন্মধ্যে জ্ঞানবান্

বলিয়াই মানব জীবশ্রেষ্ঠ। অতএব মানব হইয়াও যদি জ্ঞানহীন হয়, তবে সেও পশু বিশেষ। ৭। * * * * * *

কুলেশ্বরি! মৃত্যুকালে জীব নিজ দেহ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া যায়; তথাপি স্ত্রী মাতা ধন পুত্র ইত্যাদির সম্বন্ধ কেন? ইহা বুঝিতে পারে না।৮। মানব শত বৎসর জীবিত থাকে, ইহা অতি অল্প পরমায়ুঃ; কিন্তু এই শত বৎসরের মধ্যে নিদ্রা ইহার অৰ্দ্ধেক ভাগ হরণ করেন, আর যে অর্দ্ধ অবশিষ্ট থাকে, তাহাও বাল্যে অজ্ঞান, যৌবনে ভোগ ও জরায় দুঃখ ইত্যাদির দ্বারা নিষ্ফল হইয়া যায়। ৯। দুঃখের মুলই সংসার, সেই সংসার যাঁহার আছে, তিনিই দুঃখিত। সংসারকে যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সুখী নহেন। ১০। প্রভাতে মল মুত্রের বেগ, মধ্যাহ্নে ক্ষুধা ও পিপাসা, রাত্রিতে কাম ও নিদ্রা ইহার দ্বারাই মানব সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে। ১১। মহাব্যাধির বিনাশক দিব্য-ঔষধ সেবন করিতে রুচি হয় না, কিন্তু সেই ব্যাধিবর্দ্ধন কুপথ্য সকলকে যথেষ্ট ঔষধ মনে করিয়া নিরন্তর সেবা করে। ১২। স্বকর্ম্মফলভোগের জন্য দেহ ধারণ ইহা জানিয়াও সেই দেহে যে আবার দুষ্কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করে, কামধেনুর অধীশ্বর হইয়াও সে মূঢ় আকন্দ বৃক্ষের ক্ষীর অন্বেষণ করে। (অর্থাৎ যে মানব দেহ লাভ করিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গ সিদ্ধি অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে, সেই মানব দেহে অধিষ্ঠিত হইয়াও তুচ্ছ বিষয়সুখে লালায়িত হইয়া অধঃপাতে যাত্রা করে)। ১৩। দেহ অনিত্য, বিভবও নিত্য নহে; কিন্তু জীবের মৃত্যু নিত্য-সন্নিহিত। অতএব সেই নিত্যসন্নিহিত মৃত্যুভয়ভাবনা হইতে নিষ্কৃতির জন্য সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম সঞ্চয়ই কর্ত্তব্য। ১৪। প্রতিক্ষণে বিনাশ-(পরিবর্ত্তন-) শীল, অনিত্য শরীর দ্বারা যে মানব নিত্য ধর্ম্মধনের উপার্জ্জন না করে, সেই মূঢ়চেতন। ১৫। পরলোকে সাহায্যের নিমিত্ত কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, কি জ্ঞাতি, কেহই জীবের অনুগমন করে না, সে কঠোর সময়ে কেবল একমাত্র ধর্ম্মই জীবের কর্ম্মসাক্ষি-রূপে অবস্থিত করেন। ১৬। পুত্রদারস্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া পুরুষ মুক্ত হইতে পারে না।

কি পণ্ডিতে, কি মূর্খে, কি বলবানে, কি দুর্ব্বলে, কি আঢ্যে, কি দরিদ্রে, মৃত্যুর সর্ব্বত্রই তুল্য অধিকার। ১৭। রাজা হইতে, জল হইতে, অগ্নি হইতে, চোর হইতে, অধিক কি, স্বজন স্ত্রীপুত্রাদি হইতেও অর্থসঞ্চয়কারিগণের যেমন নিত্য ভয়; পাপিগণেরও তদ্রূপ মৃত্যুকে দেখিয়া নিয়ত ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে, [অর্থাৎ মৃত্যুর জন্য যিনি ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন, অভয়া মায়ের প্রসাদে তিনিই এ জগতে অভয় পুরুষ]। ১৮। অতএব, আগামী দিনে যাহা কর্ত্তব্য, বুদ্ধিমান্ অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিবেন এবং অপরাহ্নে যাহা কর্ত্তব্য, পূর্ব্বাহ্নেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া রাখিবেন; যেহেতু কর্ম্ম কৃত হইয়াছে অথবা অবশিষ্ট রহিয়াছে, মৃত্যু কাহারও সে প্রতীক্ষা করে না। ১৯। কর্ম্ম মনোবাক্য দ্বারা সর্ব্বদা কর্ম্মনিরত হইয়াও যাঁহার চিত্ত কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা শূন্য, তিনিই কর্ম্মবলে কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া মোক্ষ লাভ করেন। ২০।

রুদ্রযামলে——

সুখদা মোক্ষদা নিত্যা সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা।
যদা তুষ্টা জগন্মাতা তদা সিদ্ধি মুপালভেৎ। ১।
বন্দনীয়া সদা স্তুত্যা পূজনীয়া চ সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যাকীর্ত্তিতব্যা চ মায়া নিত্যা নগাত্মজা॥ ২॥
বৃথা ন কালং গময়েদ্ দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ।
গময়ে দ্দেবতাপূজা-জপযাগ-স্তবাদিনা॥ ৩॥
কিমন্যৈ রসদালাপৈ র্যদায়ু র্ব্যয়তা মিয়াৎ।
তস্মান্ মন্ত্রাদিকং সর্ব্বং বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্ম্মুখাৎ।
সুখেন মুচ্যতে দেবি ঘোর সংসারবন্ধনাৎ॥

জগন্মাতা পরিতুষ্টা হইলেই সাধক সিদ্ধিকে লাভ করেন। সকাম সাধকের পক্ষে তিনি সুখদা, নিষ্কাম সাধকের পক্ষে তিনি মোক্ষদা। পরমায়ুর কোন এক বিভাগে উঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে, ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত নহে; যে হেতু তিনি নিত্যা, কোন কালেও উঁহার সত্তার বিরাম নাই। দূরে আছেন,

এই বলিয়া নিকটে আনিবার সময়েরও অপেক্ষা নাই ; যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামিনী। ১। অতএব, সেই নিত্যসত্যসনাতনী মহামায়া নগেন্দ্রনন্দিনীকে সাধক সর্ব্বদা বন্দন করিবেন, স্তুতি করিবেন, পূজা করিবেন, তাঁহার নাম গুণ রূপ মহিমাদির শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবেন। ২।। দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ, দেবতার পূজা, জপ, যাগ ও স্তবাদির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিবেন। ৩। অন্য অসৎ আলাপ দ্বারা বৃথা পরমায়ুঃক্ষয় ভিন্ন আর কি ফল হইবে ? অতএব, শ্রীগুরুমুখে মন্ত্র যন্ত্রাদির তত্ত্বসমস্ত অবগত হইয়া দেবি ! সাধক সুখে ঘোর সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। ৪

কুলার্ণবে দ্বিতীয়োল্লাসে শ্রীশিববাক্যং।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাৎ প্রাণিনাং শিবশাসনে। ১।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ।
দ্বয়ো রভ্যাসযোগেন ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণং ॥ ২।
তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে।
এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ। ৩।
সংপ্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
রসেন্দ্রে মন্ত্রে যথা বিদ্ধময়ঃ সৌবর্ণতাং ব্রজেৎ।
দীক্ষাবিদ্ধস্তথা হ্যাত্মা শিবত্বং লভতে ধ্রুবং। ৪।

দেবি ! তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। শিবশাসনে [তন্ত্র-মতে] দীক্ষা ব্যতীত জীবের মোক্ষলাভ হইবে না। ১। যোগ ব্যতিরেকে মন্ত্র সিদ্ধ হইবার নহে, মন্ত্র ব্যতিরেকেও যোগ সিদ্ধ হইবার নহে, উভয়ের অভ্যাস যোগই ব্রহ্মসংসিদ্ধির কারণ। ২। অন্ধকারসমাচ্ছন্ন গৃহ মধ্যে দীপের দ্বারা যেমন ঘট পট ইত্যাদির দর্শন ঘটে ; তদ্রূপ মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন জীবের পরমাত্মার স্বরূপও মন্ত্রবলেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ৩। অতএব, ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত

হইলেই সমাহিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ওষধির রস ও মন্ত্র দ্বারা বিদ্ধ লৌহ যেমন স্বর্ণত্ব লাভ করে, দীক্ষাবিদ্ধ জীবও তদ্রূপ গুরুকরুণারসে সিক্ত ও মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া জীবত্ব পরিহার পূর্ব্বক নিশ্চয় শিবত্ব লাভ করে। ৪।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে— ১১শ উল্লাসে—

ধ্যানপ্রকরণে—

নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধ মাত্মানং ত্রিপুরাময়ং।
আত্মাভেদেন সংচিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ। ১।
সাহ মিত্যস্য সততং চিন্তনাৎ তন্ময়ো ভবেৎ।
তামেব চিন্তয়েদ্দেবি নান্যৎ কিঞ্চিৎ তয়া বিনা। ২।
তত্তেজোভিরিদং সর্ব্বং পরিপূর্ণং বিভাবয়েৎ।
এবং ভাবনয়া হৃষ্টো দেববদ্ বিহরেৎ ক্ষিতৌ। ৩।
ধ্যানযোগপরস্যাস্য পূজ্যো নাস্তীহ কশ্চন।
স এব সুকৃতী লোকে স পূজ্যো নতু পূজকঃ। ৪।
যোগাত্মা যোগবিজ্ জ্ঞানী স দেবো নতু মানুষঃ।
সন্ন্যাসী সচ বিন্যাসী যুক্তাত্মা স মুনির্মতঃ।
নাসাধ্যং বর্ত্ততে তস্য স সিদ্ধো যোগিপুঙ্গবঃ। ৫।
ইন্দ্রিয়প্রীণনৈ র্দ্রব্যৈ স্তোষয়েদ্ ভূষয়েৎ সদা।
আত্মান মেব সততং পূজয়েদ্দেবতাধিয়া।
দেববদ্ বিহরেন্নিত্যং কালযোগপরায়ণঃ। ৬।
যৎ পশ্যতি যৎ শৃণোতি গীতনৃত্যাদিকঞ্চ যৎ।
পরিদধাতি যৎ কিঞ্চিৎ স্বয়ং যদনুলিম্পতি।
হস্ত্যশ্বরথখট্টাদি যদারোহতি সাধকঃ।
যৎ করোতি যদশ্নাতি তৎ সর্ব্বং দেবতাধিয়া। ৭।
বিষয়ান্ বিষয়ী ভুঙ্ক্তে যানেব স্বমনোরথান্।
তত্তৎ সমগ্র মাসাদ্য তৎ সর্ব্বং দেবতাধিয়া। ৮।

জাগ্রদাদি সুষুপ্ত্যন্তং সর্ব্বং তদ্দেবতাধিয়া।
দিব্যভাবো ভবেত্তত্র যেন সিদ্ধোভবেন্নরঃ। ৯।
দিব্য এব ভবেৎ সিদ্ধো ন চৈবান্যঃ কদাচন।
তস্মাদ্দিব্যপরো যস্তু দেবী মানন্দরূপিণীং।
পূজয়েৎ সততং ভক্ত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরীং।
মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ধ্যানযোগপরায়ণঃ। ১০।

× × + + ×

আত্মা ত্রিপুরেশ্বরীর স্বরূপময় নির্লেপ নির্গুণ শুদ্ধ, এইরূপে ইষ্টদেবতাকে আত্মার অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া সাধক তন্ময়ত্ব লাভ করিবেন। ১। "তিনিই আমি" (আমার সত্তা তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে) এইরূপ চিন্তায় তন্ময়ত্ব সিদ্ধি হইবে। তাঁহার সত্তা ব্যতীত এ জগতে কিছু নাই, এইরূপে নিরন্তর তাঁহাকেই চিন্তা করিবে। ২। তাঁহার তেজোমণ্ডলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ, এইরূপ ভাবনায় সাধক আনন্দময় হইয়া ক্ষিতিতলেই দেবতার ন্যায় স্বচ্ছন্দবিহারী হইবেন। ৩। এইরূপে ধ্যানযোগপরায়ণ সাধকের এ জগতে কেহ পূজনীয় নাই, যে হেতু সেই সুকৃতিসম্পন্ন মহাপুরুষ এ সংসারে সকলেরই পূজ্য বই কাহারও পূজক নহেন। ৪। সেই যোগাত্মা যোগবিদ্ জ্ঞানী পুরুষ মনুষ্যদেহধারী হইলেও স্বরূপতঃ মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ-দ্দেবতা; তিনিই সন্ন্যাসী (কর্ম্মত্যাগী) তিনিই বিন্যাসী (কর্ম্মপথবিস্তারকর্ত্তা) তিনিই যুক্তাত্মা, তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত মুনি। এ জগতে তাঁহার অসাধ্য কিছু নাই, তিনিই সিদ্ধ যোগিপুরুষ। ৫। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত প্রীতিপ্রদ যাহা কিছু বস্তু, সে সমস্তের দ্বারা আত্মাকে সর্ব্বদা তোষিত এবং ভূষিত করিয়া দেবতার অভিন্নবুদ্ধিতে উপাসনা পূর্ব্বক কালযোগপরায়ণ (সর্ব্বদা যুক্তাত্মা) পুরুষ নিত্য দেবতার ন্যায় বিরাজ করিবেন। ৬। নৃত্যগীত ইত্যাদি যাহা দর্শন করিবেন, যাহা শ্রবণ করিবেন, যে কোন বসন ভূষণাদি পরিধান করিবেন, যে কিছু গন্ধচন্দনাদি অনুলেপন করিবেন, হস্তী অশ্ব রথ খট্টা ইত্যাদি যাহা কিছু আরোহণ করিবেন, যাহা ভোজন করিবেন,

অধিক কি, সাধক যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারই কার্য্য কর্ম্ম কর্ত্তা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই নিজদেবতার অধিষ্ঠান-বুদ্ধি স্থাপন করিবেন। ৭। বিষয়ী পুরুষ যে সকল নিজ মনোরথ-বিষয়ীভূত বস্তুকে আত্মতুষ্টির জন্য উপভোগ করেন, সাধক সেই সমস্ত বস্তুকে লাভ করিয়া তাহাতে দেবত্ববুদ্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক অন্তর্যামিনী দেবতার প্রীতিকামনায় তাহার উপভোগ করিবেন। ৮। প্রভাতকালে জাগরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহানিশায় সুষুপ্তি পর্য্যন্ত সাধক যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, সে সমস্তই দেবতা বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইবে, এইরূপ অনুষ্ঠানের অভ্যাসে সাধকের দিব্যভাব উপস্থিত হইবে, যাহার প্রভাবে তিনি সিদ্ধি লাভ করিবেন। ৯। দিব্যভাবসম্পন্ন পুরুষই এ জগতে সিদ্ধ, অন্য কেহ কদাচ সিদ্ধ নহেন। (অর্থাৎ তাঁহার অন্য সিদ্ধি থাকিলেও দিব্যভাবের অভাবে সে সিদ্ধি কখনও মুক্তির কারণ হইবে না) অতএব এই দিব্যভাবপরায়ণ হইয়া যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আনন্দরূপিণী দেবী ত্রিপুরসুন্দরীকে সতত পূজা করেন, সেই ধ্যানযোগপরায়ণ মোক্ষার্থী পুরুষই যথার্থ মোক্ষলাভ করেন। ১০।

ভারতের দুর্ভাগ্যফলে "বাহ্যপূজা কনীয়সী" বাহ্যপূজাঽধমা স্মৃতা" "বাহ্যপূজাঽধমাধমা" এ সকল বচন আজ কাল অনেকেরই কণ্ঠস্থ হইয়াছে, কিন্তু কোন্ অধিকারীর পক্ষে বাহ্যপূজা কনীয়সী, অধমা বা অধমাধমা, অথবা ঐ সকল বচনের উপক্রম উপসংহার বা পূর্ব্বাপর—সমন্বয় কি, তাহা অনেকেরই অবিদিত, কেহ কেহ আবার সুবিধাভঙ্গভয়ে তাহার অনুসন্ধানেও পরাঙ্মুখ। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ কিন্তু সাধকের অধিকারভেদে পূজার বিভাগ করিয়া বিস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন——

মুণ্ডমালা তন্ত্রে——

মহাসিদ্ধিকরী পূজা মানসী মুক্তিদায়িনী।
অন্তর্যাগাত্মিকা সর্ব্বজীবত্বপরিনাশিনী। ১।
বাহ্যপূজা রাজসী চ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব সর্ব্বাপৎপরিনাশিনী॥

সর্ব্বদোষক্ষয়করী সর্ব্বশত্রুনিপাতিনী।
সর্ব্বরোগক্ষয়করী সর্ব্ববন্ধনমোচনী। ২।
ন বীরাণাং পশূনাঞ্চ বাহ্যপূজাধমা প্রিয়ে।
কেবলানাঞ্চ দিব্যানাং বাহ্যপূজাধমা স্মৃতা। ৩।

শুদ্ধসত্ত্বময়ী মানসী পূজা মহাসিদ্ধিকরী ও মুক্তিদায়িনী, অন্তর্যাগরূপা পূজা জীবের জীবত্বনাশপূর্ব্বক শিবত্ববিধায়িনী। ১। বাহ্যপূজা রাজসী হইলেও সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী, সমস্ত আপদের বিনাশকারিণী, ইহলোকে ভোগ ও পরলোকে মোক্ষ উভয়ের বিধায়িনী, সর্ব্বদোষক্ষয়করী, সর্ব্বরোগ-ক্ষয়করী, সর্ব্বশত্রুনিপাতিনী ও সর্ব্ববন্ধনমোচনী। ২। প্রিয়ে! আমি যে, বাহ্যপূজাকে অধমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা বীরাচার সাধকের পক্ষেও নহে, পশ্বাচার সাধকের পক্ষেও নহে, কেবল দিব্যাচার সাধকের পক্ষেই বাহ্যপূজাকে অধমা বলিয়া জানিবে। ৩।

এক্ষণে সাধক দেখিবেন, দিব্যাচার সাধকের পক্ষেও বাহ্যপূজা নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু অধমা, অর্থাৎ দিব্যাচার পুরুষ অন্তঃপূজাতেই সম্পূর্ণ অধিকারী, তাঁহার পক্ষে বাহ্যপূজার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই; তথাপি বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করিলে দিব্যাচারেও কোন প্রত্যবায় হইবে না, কারণ যে ভাবেই হউক না কেন, সর্ব্বমঙ্গলার পূজা করিয়া তাহাতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা কাহারও নাই, তবে দিব্যাচার পুরুষ মহামঙ্গলের নিত্যনিকেতন, বাহ্যপূজার অভাব জন্য মঙ্গলের যে অভাব, তাহা তাঁহাতে নাই, তাই দিব্যাচার সাধক বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করুন্ বা না করুন, কিছুতেই তাঁহার কোন প্রত্যবায় ঘটিবে না। নদ নদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হউন বা না হউন, তাহাতে সমুদ্রের ক্ষতিও নাই বৃদ্ধিও নাই, কিন্তু পশ্বাচারে বীরাচারে তুমি আমি স্বখাতসলিলের হ্রদ বই নই—নদ নদীকে উপেক্ষা করিলে তোমার আমার যে মরুভূমিত্বে পরিণত হইবার কথা। তাই যে বাহ্যপূজা নিত্যমুক্ত দিব্যা-চারীর পক্ষেও অকর্ত্তব্য বা অশ্রদ্ধেয় নহে, সেই বাহ্যপূজার প্রতি বিরক্তির ভ্রুকুটীভঙ্গী তোমার আমার মুখে কেবল বিকারের লক্ষণ বই আর কিছুই

নহে। তথাপি যদি কেবল-মানসপূজার নিতান্তই সাধ থাকে, তবে সে সাধ মিটাইবার পথ স্বয়ং ভগবানই করিয়া দিয়াছেন। জগদম্বা করুন, সাধক-রাজ্যে সে পথে যেন কাহাকেও কোন দিন যাত্রা করিতে না হয়। দুর্ভাগ্য-ক্রমে যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার প্রতি ব্যবস্থা এই ——

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—২৫ শ পটলে ——

বনদুষ্টে সমুৎপন্নে সিংহব্যাঘ্রসমাকুলে।
পরসৈন্যাগমে বাপি কুর্য্যান্মানসপূজনং।
কারাগারনিবদ্ধো বা পূজাদ্রব্যবিহীনকঃ॥

বনবাসী যদি গৃহস্থ হয়েন এবং সেই বন যদি সিংহব্যাঘ্রসমাকুল হইয়া কদাচিৎ দূষিত হয়, তবে গৃহী সেই দিন মানসপূজা করিবেন। আর যদি গ্রামবাসী বা নগরবাসী হয়েন, তাহা হইলে পরপক্ষীয় রাজার সৈন্যগণকর্ত্তৃক নিজস্থান অবরুদ্ধ হইলে সেই রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে তিনি মানসপূজার অধি-কারী হইবেন। আর বনবাসী হউন, অথবা গ্রামনগরবাসী হউন, রাজ-দণ্ডাদিতে দণ্ডিত হইয়া গৃহস্থ যদি কারাগারে অবরুদ্ধ হয়েন, তাহা হইলে সে সময়েও তিনি মানসপূজা করিতে পারিবেন ; কিন্তু এই তিন স্থলেও সাধক যদি পূজাদ্রব্যবিহীন হয়েন, তবেই মানসপূজায় তাঁহার অধিকার অন্যথা নহে। কারণ, তিন স্থলেই বাহিরে আসিয়া পূজা দ্রব্য সংগ্রহ করিবার উপায় নাই বলিয়াই মানসপূজারই অধিকার, অন্যথা, তাঁহার অবস্থিতি-স্থানে পূজাদ্রব্যাদি সংগৃহীত থাকিতে তিনি যদি বাহ্যপূজা না করেন, তাহা হইলে সে অবস্থাতেও কেবল-মানসপূজার অনধিকার বশতঃ সে পূজায় তিনি প্রত্যবায়ভাগী হইবেন।

এখন সাধ করিয়া এ সাধের পূজা যদি কেহ করিতে চাহেন আমরা বলি, সর্ব্বার্থসাধিকা মা সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার এ সাধ পূর্ণ না করিলেই মঙ্গল।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—১৪শ পটলে——

কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সামান্যেনেদমুচ্যতে।
উক্তানুক্তৈস্তথা পুষ্পৈ র্জলজৈঃ স্থলজৈরপি।

পত্রৈঃ সর্ব্বৈ র্যথালাভং ভক্তিমান্ সততং যজেৎ।
পুষ্প ভাবে যজেৎ পত্রৈঃ পত্রালাভে চ তৎফলৈঃ।
অক্ষতৈর্ব্বা জলৈর্ব্বাপি ন পূজাং ব্যতিলঙ্ঘয়েৎ।
এতেষা মপ্যলাভেতু মানসীং ভক্তি মাশ্রয়েৎ॥

আর অধিক বলিয়া ফল কি? সামান্যতঃ এইমাত্র বলিতেছি যে, শাস্ত্রে উক্তই হউক বা অনুক্তই হউক, স্থলজ ও জলজ উভয়বিধ সমস্ত পুষ্পের দ্বারা এবং যথালাভ সমস্ত পত্রের দ্বারা ভক্তিমান্ পুরুষ নিয়ত পূজা করিবেন। পুষ্পের অভাবে পত্রের দ্বারা, পত্রের অভাবে ফলের দ্বারা, ফলের অভাবে অক্ষত দ্বারা, অক্ষতের অভাবে অন্ততঃ জলের দ্বারাও অনুষ্ঠান করিবেন, নিত্যপূজাকে কখনও লঙ্ঘন করিবেন না, আর জল পর্য্যন্তেরও যদি অভাব হয়, তাহা হইলে তখনই কেবল মানসপূজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

নিরুত্তরতন্ত্রে—সপ্তম পটলে——

পূজয়া লভতে পূজাং জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ
হোমেন সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ তস্মাৎ ত্রিতয় মাচরেৎ।
বীরাণাং মানসী পূজা দিব্যানাঞ্চ কুলেশ্বরি॥

ইষ্টদেবতার পূজার প্রভাবে সাধক স্বয়ং জগতে পূজা লাভ করেন, (কারণ, যিনি এ জগতে তাঁহার পূজক তিনিই জগতের পূজ্য) জপের প্রভাবে নিঃসংশয় (অনিমাদি) সিদ্ধি লাভ হয়, হোমের প্রভাবে সমস্ত বৈষয়িক সিদ্ধির লাভ, অতএব সাধক পূজা জপ হোম এই ত্রিতয়েরই অনুষ্ঠান করিবেন। কুলেশ্বরি! কেবল বীরাচার ও দিব্যাচার সাধকের পক্ষেই মানস-পূজায় অধিকার॥

পিচ্ছিলা তন্ত্রে ——

বিনা জপান্মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাপি হানিদা।
বিনা হোমৈ র্ন চৈশ্বর্য্যং ন সিদ্ধির্জপনং বিনা।
পূজাং বিনা ন পূজাস্তি সর্ব্বত্র পরমেশ্বরি।

মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণ করিলেও জপ ব্যতিরেকে সে মন্ত্রবিদ্যা সাধককে আহত করেন। হোম ব্যতিরেকে ঐশ্বর্য্য অসম্ভব, জপব্যতিরেকে সিদ্ধি অসম্ভব, পরমেশ্বরি! ইষ্টদেবতার পূজা ব্যতিরেকে নিজের পূজাও সর্ব্বত্র অসম্ভব।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে— ২ য় পটলে——

ভক্ত্যা চ ক্রিয়য়া চণ্ডি পূজয়েদ্‌যস্তু কালিকাং।
জীবঃ শিবত্বং লভতে সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
সদা ক্রিয়া প্রকর্ত্তব্যা ক্রিয়য়া সিদ্ধি মুত্তমাং।
প্রাপ্নোতি সাধকশ্রেষ্ঠঃ অতএব নচ ত্যজেৎ॥

চণ্ডি! যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ক্রিয়ার দ্বারা কালিকার পূজা করেন, জীব হইয়াও তিনি শিবত্ব লাভ করেন ইহা সত্য সত্য নিঃসংশয়। সাধক সর্ব্বদা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন। ক্রিয়ার দ্বারাই সাধকশ্রেষ্ঠ উত্তমা সিদ্ধি লাভ করিবেন। অতএব ক্রিয়াকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না।

যামলে——স্থূলসূক্ষ্মবিভেদেন ধ্যানন্তু দ্বিবিধং ভবেৎ।
সূক্ষ্মং মন্ত্রময়ং দেহং স্থূলং বিগ্রহচিন্তনং।
করপাদোদরস্যাপি রূপং যং স্থূলবিগ্রহং।
সূক্ষ্মঞ্চ প্রকৃতেরূপং পরং জ্ঞানময়ং স্মৃতং।
সূক্ষ্মধ্যানং মহেশানি কদাচি ন্নহি জায়তে।
স্থূলধ্যানং মহেশানি কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

স্থূল সূক্ষ্মভেদে ধ্যান দ্বিবিধ, তন্মধ্যে দেবতার মন্ত্রময় দেহচিন্তা সূক্ষ্মধ্যান ও করচরণাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তি চিন্তাই স্থূলধ্যান। পরমা প্রকৃতির সূক্ষ্মরূপ কেবল জ্ঞানময়, অতএব সেই সূক্ষ্মধ্যান জীবের পক্ষে কদাচ সম্ভবে না, মহেশ্বরি! স্থূলমূর্ত্তি ধ্যান করিয়াই জীব মোক্ষ লাভ করে।

বিনা চোপাসনং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং।
ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোঽপি বা।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ॥

দেবি। উপাসনা ব্যতিরেকে দেবতা কখনও তাহার ফল প্রদান করেন না। জ্ঞানতঃই হউক, অজ্ঞানতঃই হউক, তিনি ধ্যাত স্মৃত, পূজিত, স্তুত এবং নমিত হইলেই পূজকগণের বিমুক্তি বিধান করিয়া থাকেন।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ——

ঈশ্বর উবাচ।

এবং যঃ কুরুতে পূজাং নিত্যং ভক্তিযুতো বুধঃ।
কন্দর্পসদৃশঃ স্ত্রীষু গৌরীপতি রিবাপরঃ॥ ১॥
সএব সুকৃতী লোকে সএব কুলভূষণঃ।
ধন্যা চ জননী তস্য ধন্য স্তস্য পিতা খলু॥ ২॥
দেবীকলা ভবেত্তত্র মম তুল্যোমহামতিঃ।
অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীশো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩॥
বহ্নিরিব রিপো র্হন্তা ইন্দোরিব সুখপ্রদঃ।
পিতৃদেবসমঃ শাস্তা শুচৌ শুচিসমঃ খলু॥ ৪॥
বৃহস্পতিসমো বক্তা ধরণীসদৃশঃ ক্ষমী।
বক্ত্রে সরস্বতী তস্য লক্ষ্মী স্তস্য সদাগৃহে।
তীর্থানি তস্য দেহে বৈ নচ তস্য পুনর্ভবঃ॥ ৫॥
ধনেন ধননাথঃ স্যাত্তেজসা ভাস্করোপমঃ।
বলেন পবনোহেব দানেন বাসবোপমঃ।
গানেন তুম্বুরুঃ সাক্ষান্নিত্যং যেন সমর্চ্চিতা। ৬।
একাহং যদি দেবেশি মহাত্রিপুরসুন্দরীং।
ন পূজয়েত্তদা তস্য প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।
উপোষ্যৈব চাধিবাসং কৃত্বা পূজাং পরেহহনি।
গুরুং সম্পূজ্য বিধিবত্তদা পূজাং সমাপয়েৎ।
কুমার্য্যৈ ভোজনং দত্বা বিপ্রানপিচ ভোজয়েৎ। ৭। ৮।
অতঊর্দ্ধং পুনর্দীক্ষাং লক্ষজাপং সমাচরেৎ। ৯।

মহাত্রিপুরসুন্দর্য্যা যোগিনীনাং তথৈবচ।
দ্ব্যহং বাথ ত্র্যহংবাপি পূজাশূন্যং করোতি যঃ।
সিদ্ধিহানি র্ভবেত্তস্য যোগিনীশাপ মালভেৎ। ১০।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্ব্বিদ্যাযশোবলং।
তস্য মাংসঞ্চ শুক্রঞ্চ রসং শোণিতমেবচ।
অভীষ্টানপি কামাংশ্চ হিংসন্তি যোগিনীগণাঃ। ১১।
বন্ধুভিঃ কলহো ঘোরঃ কলত্রৈশ্চ বিশেষতঃ।
শস্যশূন্যা ভবেদুর্ব্বী বিঘ্ন স্তস্য পদে পদে। ১২।
সত্যং সত্যং ভবেদ্রোগী দরিদ্রশ্চোপজায়তে।
ইহৈব দুঃখমাপ্নোতি ত্রিবিধং লোমহর্ষণং। ১৩।
পরে স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ ক্ষিতৌ ক্ষিতিপনায়কঃ।
অতুলাং ভক্তি মাসাদ্য কৈবল্যং লভতে ততঃ ১৪।
ব্রহ্মচিন্তাপ্রবৃত্তো যঃ সোঽপহায়চ দৈবতং।
বিনা লয়াৎ প্রবর্ত্তেত ব্রহ্মঘাতী সএব তু। ১৫।
জপধ্যানপরো মন্ত্রী যোগক্ষেমপরায়ণঃ।
স্বয়ং যদি ভবেন্মূঢ়ো গুরুং তত্র নিযোজয়েৎ। ১৬।
জ্ঞানকর্ম্মপরঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ।
সিদ্ধয়ঃ সকলা স্তস্য গুরুর্যস্য হিতে রতঃ। ১৭।

ভক্তিযুক্ত হইয়া এইরূপে যিনি নিত্যপূজার অনুষ্ঠান করেন, তিনি স্ত্রীগণের নিকটে কন্দর্প-সদৃশ এবং লোকরাজ্যে শিবসদৃশ প্রভাবশালী হয়েন। ১। তিনি যথার্থ সুকৃতিসম্পন্ন, তিনিই নিজ কুলের ভূষণস্বরূপ; তাঁহারই জননী ধন্যা, পিতা ধন্য। ২। দেবীর অংশ তাঁহার শরীরে প্রাদুর্ভূত হয় এবং সেই মহাজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ আমার ন্যায় অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হয়েন, ইহা নিঃসংশয়। ৩। রিপুর নিকটে তিনি সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হন্তা, মিত্রের নিকটে ইন্দুর ন্যায় সুখপ্রদ, শাসনে তিনি যমসম, পবিত্রতায় তিনি বহ্নিসম। ৪। বক্তৃতায় তিনি বৃহস্পতিসম,

ক্ষমায় ধরণীসম ; তাঁহার মুখে সরস্বতী এবং গৃহে লক্ষ্মী নিত্য বিরাজিতা, সমস্ত তীর্থ তাঁহার শরীরে নিরত অধিষ্ঠিত ; সুতরাং পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা তাঁহার নাই। ৫ ॥ ধনে তিনি ধননাথ (কুবের) তেজে তিনি ভাস্করোপম, বলে পবনসদৃশ, দানে ইন্দ্রোপম, গানে তিনি সাক্ষাৎ তুম্বুরু, যাঁহার কর্ত্তৃক সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বমঙ্গলা সমর্চ্চিতা হইয়াছেন। ৬। দেবেশি ! এক দিন যদি মহাত্রিপুরসুন্দরীর পূজার বাধ হয়, তবে সাধক সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবেন——যে দিন পূজা বাধ হইবে, সেই দিন উপবাস এবং পরদিনকর্ত্তব্য পূজার অধিবাস করিয়া পর দিনে গুরুদেবের যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার পূজা সমাপিত করিবেন এবং কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। ৭। ৮ এক দিন পূজা বাধ হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত এই, ইহার অতিরিক্ত হইলে পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ইষ্টমন্ত্রের লক্ষ জপ করিতে হইবে। ৯। মহাত্রিপুরসুন্দরীর এবং যোগিনীবর্গের (শক্তিদেবতা মাত্রের) সাধনাধিকারে দুই দিন বা তিন দিন যিনি পূজা বাধ করেন, তাঁহার সিদ্ধি হত হয় এবং তিনি যোগিনীগণের অভিসম্পাত লাভ করেন। ১০। আয়ুঃ, বিদ্যা, যশঃ ও বল এই চতুষ্টয় তাঁহার নষ্ট হয়, তাঁহার মাংস, শুক্র, রস ও শোণিত এবং অভীষ্ট বিষয়সকলকে যোগিনীগণ হত করেন। ১১। বন্ধুবর্গের সহিত, বিশেষতঃ কলত্রগণের সহিত তাঁহার ঘোর কলহ উপস্থিত হয় ; তাঁহার পাপের প্রভাবে পৃথিবী শস্যশূন্যা এবং তিনি পদে পদে বিঘ্নগ্রস্ত হয়েন। ১২। সত্য সত্য তিনি রোগী এবং দরিদ্র হইয়া ইহলোকেই (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, অথবা কায়িক, বাচনিক, মানসিক এই) ত্রিবিধ রোমহর্ষণ দুঃখভোগ করেন। ১৩। (সাধকবর্গ অবগত আছেন—সাধনপথে বিঘ্ন হইলে এ সকল ঘটনা সাধকের নিত্যপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।) যথাবিধি অনুষ্ঠানের অভাবে মুক্তিলাভ না হইলেও মহামন্ত্রের দীক্ষালাভপ্রভাবে সাধক স্বর্গবাসের অধিকারী হইয়া তত্রত্য সুখভোগের পর পুনর্ব্বার ক্ষিতিপৃষ্ঠে পরিভ্রষ্ট হইয়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন। জন্মান্তর-সিদ্ধ-দীক্ষাপ্রভাবে ইহজন্মে জগদম্বার চরণাম্বুজে

অতুলা ভক্তি লাভ করিয়া তৎপর কৈবল্যের অধিকারী হইবেন। ১৪। ইষ্টদেবতার উপাসনা উপেক্ষা করিয়া যে মূঢ় উপাসনার চরম ফল চিত্তলয় ব্যতীত ব্রহ্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, সেই এ জগতে ব্রহ্মঘাতী। ১৫। জপধ্যান-পরায়ণ সাধক, যোগক্ষেমপরায়ণ (অপ্রাপ্ত বস্তুর আদান ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা-বিধানে ব্যাপৃত) হইলে স্বয়ং যদি কদাচিৎ পূজাদির অনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়েন, তাহাহইলে নিজ গুরুকে পূজাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন।১৬। জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয় সাধনে তৎপর শুদ্ধান্তঃকরণ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বদেব-স্বরূপময় গুরুদেব যাঁহার হিতানুষ্ঠানে রত, সমস্ত সিদ্ধি তাঁহারই অধীন।১৭। কেবল ইষ্টদেবতার পূজাবিভাগেই নহে, তন্ত্রোক্ত কার্য্যমাত্রেই স্বয়ং অসমর্থ হইলে গুরু, গুরুপত্নী ও গুরুপুত্র ভিন্ন অন্য কাহারও তাহাতে অধিকার নাই।

পিচ্ছিলা তন্ত্রে ——

গুরুর্ব্বা গুরুপুত্রোবা গুরুপত্নীচ সুব্রতে।
আগমোক্তপূজনেতু অধিকারী গুরুঃ স্বয়ং ॥
গুরোরভাবে দেবেশি স্বয়ং পূজাদিকং চরেৎ॥

তন্ত্রোক্ত পূজায় স্বয়ং গুরুরই অধিকার ; গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী, যে কেহ পূজা করিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। দেবেশি! গুরুর অভাবে সাধক স্বয়ং পূজাদির অনুষ্ঠান করিবেন। (গুরু, গুরুপুত্র ও গুরুপত্নীর অভাব বলিতে এখানে সান্নিধ্যেরই অভাব বুঝিতে হইবে।)

বরদাতন্ত্রে ১০ম পটলে——

তন্ত্রোক্তানি স্বকল্পোক্তকর্ম্মাণি স্বয়মাচরেৎ।
গুরুণা কারয়েদ্বাপি পুত্রবত্যা স্ত্রিয়া তথা।
অন্যথানুষ্ঠিতং সর্ব্বং ভবত্যেব নিরর্থকং।

তন্ত্রোক্ত নিজ ইষ্টদেবতার উপাসনা-অধিকারে বিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান সাধক স্বয়ং করিবেন, স্বয়ং অসমর্থ হইলে গুরুর দ্বারা অথবা পুত্রবতী পত্নীর দ্বারা (পতি ও পত্নীর মন্ত্র ও দেবতা যদি এক হয়েন) করাইবেন। ইহার অন্যথা অনুষ্ঠিত হইলেই সমস্ত নিরর্থক হইবে।

গুপ্তসাধনতন্ত্রে ——

এভির্ব্বিনা মহেশানি তান্ত্রিকৈ র্দ্দেশিকৈ র্যদি।
তস্য পূজাফলং সর্ব্বং গ্রস্যতে যক্ষরাক্ষসৈঃ। ১।
অতএব মহেশানি গুরুঃ কর্ত্তা বিধীয়তে।
ব্রহ্মরূপো গুরুঃ সাক্ষাদ্ যদি পূজাদিকং চরেৎ।
তত্তৎ সর্ব্বং মহেশানি শতকোটিগুণং ভবেৎ। ২।
অথবা পরমেশানি স্বয়ং পূজাদিকং চরেৎ।
স্বয়ং পূজাদিকং কৃত্বা পূজাদ্রব্যাদিকঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং পরমেশানি গুরো রগ্রে নিবেদয়েৎ॥
গুরৌ দত্তে মহেশানি সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ। ৩।

অপিচ তত্রৈব ——

গুরুপত্নী মহেশানি যদি পূজাদিকং চরেৎ।
বলিদানাদিকং কার্য্যং তত্র হোমং বিবর্জ্জয়েৎ।
হোমীয় দ্রব্য মানীয় দেব্যগ্রে স্থাপয়ে দ্বুধঃ॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥
তেন হোমফলং জাতং ন বহ্নৌ হোময়েদ্ বুধঃ॥

তথা——

গুরুণা যৎ কৃতং দেবি তৎ সর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ
ঋত্বিক্ পুত্রাদয়ো দেবি স্মৃত্যুক্তা বহবঃ প্রিয়ে।
তন্ত্রোক্তে পরমেশানি পূজাদৌ নৈব কারয়েৎ॥
পুরোহিতং সমানীয় যদি পূজাদি কারয়েৎ॥
তস্য সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা॥

মহেশ্বরি! (গুরু, গুরুপুত্র ও পুত্রবতী পত্নী) ইঁহাদিগের ব্যতীত অন্য তান্ত্রিক আচার্য্যগণের দ্বারাও যদি পূজাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাহইলে সে পূজার ফলও যক্ষ রাক্ষসগণ গ্রাস করিবে। ১। অতএব, ইষ্টদেবতার উপাসনায় স্বয়ং অসমর্থ হইলে গুরুই সে স্থানে পূজার কর্ত্তা হইবেন।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ গুরু যদি পূজাদির অনুষ্ঠান করেন, মহেশ্বরি! তাহা হইলে সে সমস্তই শতকোটিগুণ ফলজনক হইবে। ২। পরমেশ্বরি! অথবা সাধক যদি স্বয়ং পূজাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাহইলে পূজাদি সমাপন করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত যাহা কিছু দ্রব্যাদি সে সমস্তই গুরুর অগ্রে নিবেদন করিবেন। কারণ, প্রত্যক্ষদেবতা গুরুদেবে অর্পিত হইলে সে সমস্তই কোটিগুণফলের কারণ হইবে। ৩।

মহেশ্বরি। গুরুপত্নী যদি পূজাদি নির্ব্বাহ করেন, তাহাহইলে সেস্থলে বলিদানাদি করিবেন; কিন্তু হোম বর্জ্জন করিবেন। হোমের দ্রব্য-সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দেবীর অগ্রভাগে স্থাপন করিবেন এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মহাদেবীকে তাহা নিবেদন করিবেন, তাহাতেই হোমফল সিদ্ধ হইবে। সাধক গুরুপত্নীর দ্বারা বহ্নিতে হোম করাইবেন না।

দেবি! শিষ্যের ইষ্টদেবতার পূজা ইত্যাদি যাহা কিছু গুরু কর্ত্তৃক কৃত হইবে, সে সমস্তই অক্ষয়ফলের জনক হইবে। যজমান্ স্বয়ং অসমর্থ হইলে ঋত্বিক্ পুত্র প্রভৃতি তাঁহার যে সকল বহুপ্রতিনিধি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই স্মৃত্যুক্ত কার্য্যের অধিকারে; তন্ত্রোক্ত পূজার অধিকারে তাহা কদাচও ঐ সকল প্রতিনিধি দ্বারা করাইবে না। পুরোহিতকে আনয়ন করিয়া তাহার দ্বারা যদি তান্ত্রিক পূজাদি করায়, তাহা হইলে সাধকের সর্ব্বার্থহানি হইবে; অধিক কি, যাঁহার উপাসনার প্রভাবে অভীষ্টফল সিদ্ধ হইবার আশা, সেই নিত্যসিদ্ধ করুণাময়ী মহাকালবিলাসিনী জগজ্জননীও তাহার প্রতি ক্রুদ্ধা হইবেন।

পুরোহিত দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজাদির অনুষ্ঠান করিলে সাধক তাহার বিপরীত ফল লাভ করিবেন, ইহা শাস্ত্রের আজ্ঞা হইলেও অনেকের ইহাতে অনেক সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে। বস্তুতঃ গুরু ও পুরোহিতের পরস্পর ভেদ যাঁহারা না বুঝেন, তাঁহাদিগেরই ঐ রূপ সন্দেহের সম্ভাবনা, গুরু শিষ্যে ও যজমান পুরোহিতে পরস্পর সম্বন্ধ সম্যক্ অধিগত থাকিলে সন্দেহের কোন কারণ নাই। পুরোহিত, যজমানের ধর্ম্ম কর্ম্ম

সাধনের সুযোগ্য প্রতিনিধি এবং নিজতপস্তেজে যজমানকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিবার অধিকারী, কিন্তু গুরুদেব শিষ্যের দেহমনঃ প্রাণবুদ্ধির অধীশ্বর, পরমদেবতাপদাশ্রয়-পরিপ্রাপক গাঢ়মায়ান্ধকার বিভীষিকায় মন্ত্র-মঙ্গলদীপের উদ্ভাসক, অকূল-সংসারজলধির একমাত্র কুলকর্ণধার। গুরু কখনও শিষ্যের প্রতিনিধি হইতে পারেন না, কারণ শিষ্যের সম্বন্ধে গুরু মন্ত্র ও দেবতা তিনই এক পদার্থ, তবে শিষ্যের কর্ত্তব্য পূজা পুরশ্চরণ ইত্যাদি গুরুদেব নিজে নির্ব্বাহ করিলে এই হয় যে, শিষ্যের সম্বন্ধে তাঁহার নিজের পূজা তিনি নিজে করিলেন, শিষ্যও সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গুরুদেবে পূজা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন. গুরুতন্ত্রে এ বিষয় বিস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্পন হেতুই সে পূজার ফল শতকোটিগুণ অতিরিক্ত হইবে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন, গুরুদেব স্বয়ং পূজা করিলে সে পূজার ফল কোটি কোটি গুণোত্তর হইয়া কিরূপে শিষ্য-দেহে সংক্রামিত হইবে তাহাই বুঝিবার কথা——যজমান স্বয়ং অসমর্থ হইলে, যে সকল যাগ যজ্ঞ পূজা পাঠ ইত্যাদিতে পুরোহিতের শাস্ত্রসিদ্ধ অধিকার আছে, তাহার ফল যজমানের ইহ পরলোকে ভোগ্য। লোক-রাজ্যেই হউক, বা স্বর্গরাজ্যেই হউক, যাহা ভোগ্য, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ; কারণ, যাহা কিছু ভোগ, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়ব্যাপার-সাধ্য, এতাবতা ইহা দৃঢ়তর সিদ্ধান্তিত যে, পুরোহিতসাধ্য যে কোন ধর্ম্মকার্য্যের ফল হউক না কেন, তাহা যজমানের ঐহিক বা পারত্রিক দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াই নিরস্ত, তাহার উপরে আর স্পর্শ করিবার অধিকার তাহার নাই——কিন্তু গুরুদেবের দ্বারা যাহা নির্ব্বাহিত হইবে, তাহার ফল শিষ্যের আত্মাকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। পুরোহিত-সাধ্য শুভকর্ম্মসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া যজমানের আত্মা লোকান্তর স্বর্গাদিধামে নীত হইতে পারে, কিন্তু সে বন্ধন পরম্পরাসম্বন্ধে কারণদেহ পর্য্যন্তই স্পর্শ করে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মাকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। গুরুদেব-কর্তৃক যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার ফল ইহ পরলোক অতিক্রম

করিয়া লোকাতীত পরমতত্ত্ব শিষ্যের আত্মায় উদ্ভাসিত করিবে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসকল শিষ্যের আত্মায় নিত্য প্রত্যক্ষ হইবে, লোকাতীত অঘটনঘটন সকল নিত্য সঙ্ঘটিত হইবে। কুলকুহর-কমলকোষবিলাসিনী মূলাধারমৃণালবাহিনী চক্রেশ্বরী কুণ্ডলিনীর প্রতি চক্র সঞ্চারণে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির নৃত্যলীলাতরঙ্গভরে সাধকের আত্মা ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রমধ্যে একবার উন্মজ্জিত একবার নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। অন্যত্র ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার উপায় নাই, যোগীর দৃষ্টিশক্তি যেমন তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অবস্থিত হইয়াও সূর্য্যকিরণসম্মিলনে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অপ্রতিহত গতিলাভ করিয়া নিজপ্রখর প্রভাবে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ শিবলোক প্রভৃতি নিত্যধামের নিত্যলীলাসকল নিত্য প্রত্যক্ষ করে, মন্ত্রসিদ্ধ সাধকের আত্মাও তদ্রূপ মন্ত্রশক্তির অবলম্বনে নিখিল মন্ত্রশক্তির একমাত্র কেন্দ্রভূমি মহাশক্তিস্বরূপিণী জগদম্বার স্বরূপতত্ত্বসকল ভেদ করিয়া তাঁহারই বিভূতিবিলাস নিখিলধামে লীলানন্দসকল নিয়ত প্রত্যক্ষ করেন। দীক্ষাপ্রদানকালে গুরুদেব যে শক্তিপ্রভাবে শিষ্যের আত্মায় নিজতেজঃ সংক্রামিত করিয়াছেন, অগ্নির দাহিকা ও প্রকাশিকা শক্তির ন্যায় যে শক্তি প্রদীপবৎ তেজোময় গুরুদেহ হইতে গুরুস্নেহসংম্রক্ষিত বর্ত্তিকাবৎ শিষ্যদেহে সংযোজিত হইয়াছে, যে শক্তি একবার গুরুদেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত ও শিষ্যদেহে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া উভয়দেহে গতাগতির পথ প্রশস্ত করিয়াছে, সেই শক্তিই আজ্ পূজা পুরশ্চরণাদিস্থলেও গুরুকর্ত্তৃক সম্পাদিত পূজাদির ফল সাক্ষাৎসম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ শিষ্যদেহে সংযোজিত করিয়া দিতে অদ্বিতীয় পটীয়সী। কারণ যে দেবতার তত্ত্বদিক্ লক্ষ্য করিয়া যে মন্ত্রশক্তি যে গুরুদেহ হইতে শিষ্যদেহে নিজ পথ বিস্তার করিয়াছে, সেই দেবতার সেই মন্ত্রশক্তি সেই গুরুদেহ হইতে সেই শিষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইতে সে পথে যেমন পরিচিত ও সমর্থ, তেমন আর কোন শক্তিই নহে, অন্য সকল শক্তিই সে পথে সম্পূর্ন অপরিচিত, সুতরাং কুণ্ঠিত ও অসমর্থ। অন্তরের সম্বন্ধ যাহার সহিত না আছে, সে যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পায় না, তদ্রূপ বহিরিন্দ্রিয়ের

ভোগ্যসুখ সম্পাদক অন্য নির্ব্বাহিত ক্রিয়ার বাহ্যফলসকলও সাধকের অন্তঃকক্ষ প্রবেশ করিতে পারে না, বাহিরের পরিচিত তাহারা, বাহিরেই অবস্থিতি করে। এই জন্য সাক্ষাদ্ ব্রহ্মমূর্ত্তি একমাত্র গুরুদেব গুরুপত্নী বা গুরুপুত্র স্বয়ং পূজাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল যাহা হইবে, শত সহস্র লক্ষ কোটি পুরোহিত একত্র হইয়াও তাহার একটিও সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না। অধিক কি, পুরোহিত যদি যজমানের প্রতিনিধি হইয়া সেই মন্ত্রেই সেই দেবতার পূজাও নির্ব্বাহ করেন [বঙ্গদেশে ৺শ্যামাপূজা ৺ জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদিতে যেরূপ হইয়া থাকে] তাহা হইলেও সে পূজার ফল সাধকের আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ গুরুর ন্যায় পুরোহিতের আত্মশক্তি বা মন্ত্রশক্তি যজমানের আত্মায় প্রবেশের তাদৃশ পথ কোন দিন পায় নাই, কেন না, দীক্ষা ব্যতীত সে পথ প্রস্তুত হইবার নহে। এই জন্য পুরোহিত মন্ত্রবলে পূজাকালে দেবতাকে সন্নিহিত করিতে পারিলেও পূজা সিদ্ধ হইলেও পূজিত দেবতা নিজ সাধককে যে পর্য্যন্ত বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া নিজ প্রতিশ্রুতিরক্ষার জন্য সাধকের পূজামন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন, আজ কর্ম্মকর্ত্তার ব্যবস্থার দোষে সেই পর্য্যন্ত ফল তাঁহাকে দিতে না পারিয়া করুণাময়ী অন্তরে ব্যথিত হইয়া প্রস্থান করেন। স্নেহময়ী জননী আজ চিরপ্রোষিত সন্তানকে দিবার জন্য বড় সাধ করিয়া অঞ্চলে বাঁধিয়া অতিদুর্লভ বস্তু যাহা আনিয়াছিলেন, পুত্রের বাসায় আসিয়াও আজ তাহার সাক্ষাৎ না পাইয়া তাহা দিতে না পারিলে, অধিকন্তু স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া অন্যের দ্বারা প্রদত্ত তাহার সেই সকল উপহার দেখিলে এ অনাদরে মায়ের প্রাণে তখন যে নিদারুণ আঘাত লাগে, মা ভিন্ন জগতে তাহা বুঝিবার কেহ নাই। তাই সন্তান বিদেশে আসিয়াছে দেখিয়াই শাস্ত্রপত্রে মা তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বাছা! পূজা করিবে, করিও, আমাকে যাহা দিতে চাও দিও, আমি সন্তানের উপহার গ্রহণ করিতে আনন্দে উপস্থিত হইব, কিন্তু বাপ্! এই করিও, দেখিও যেন অন্যের হস্তে আমাকে দিয়া তুমি

নিজে অনুপস্থিত থাকিও না, তাহা হইলে সে অনাদর, সে দুঃখ, তোমার সে অদর্শন আমার প্রাণে বড়ই বাজিবে, আনন্দের হাস্যস্থলে আমার দুঃখের অশ্রুধারা বহিতে থাকিবে! বাপ! আমি ত তোর পর নই, হাঁরে! অবোধ সন্তান! আমি যে মা—আমি তোর মা, এই নিখিলকোটি ব্রহ্মাণ্ডের মা, অনন্ত চরাচরের অন্তর্যামিনী আমি, আমার কাছে তোর কিসের গোপন? মায়ের কাছে গোপন কি বাপ্! তুই গোপন করিবি, ইহা মনে করিবার পূর্ব্বে তোর মনের আগে যে আমি তাহা জানিয়া শুনিয়া বসিয়া থাকি, হাঁরে! সেই আমার কাছে তুই তার কি গোপন করিবি? মায়ে পোয়ে যে সম্বন্ধ, তাহাতে ত গোপনের গন্ধও নাই। তবে—তুই অসমর্থ, অপবিত্র, তাই বলিয়া আমার কাছে আসিতে চা'স্ না। হাঁরে! তুই কি ইহা শুনিস্ নাই যে, আমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী পতিতোদ্ধারিণী ত্রৈলোক্যতারিণী। তুই না হয় অসমর্থ হলি, আমি যে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী, আমি নিজশক্তিবলে ধূলিকণায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করি, ব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণায় পরিণত করি, শক্তিভাণ্ডারের একমাত্র অধীশ্বরী হইয়া আমি কি শক্তিবলে তোকে সমর্থ করিতে সমর্থ নই? তুই না হয় অপবিত্র, আমি ত পতিতোদ্ধারিণী, আমার নামের বলে জীব নিজে পবিত্র হইয়া জগৎ পবিত্র করে, আর আমি কি নিজে তোকে পবিত্র করিতে পারিব না? তুই কতই অপবিত্র হইয়াছিস যে, আমি পবিত্র করিতে পারি না। হাঁরে! অপবিত্রতা কতক্ষণ? যতক্ষণ আমার নাম না কর্ণকুহরে প্রবেশ করে! জীব পতিত হয় সত্য, কিন্তু পতিতপাবনী আমি মা যতক্ষণ কোলে না করি, তুই অপবিত্র বলিয়া আমার কাছে আসিতে চাহিস না, কিন্তু আমার কাছে আসিলে কেহ ত আর অপবিত্র থাকে না, জগতে অপবিত্র রাখিব না বলিয়াই আমি শ্মশানবাসিনী, মৃত সন্তানও আমার নিকটে অপবিত্র হয় না, তুইত মহামন্ত্রে জীবন্ত সন্তান, তোর আবার কিসের ভয়? তাই বলি বাপ্! মায়ের নিকটে সন্তানের আবার সঙ্কোচ কি? তুই যাহা দিবি, "আমি অসমর্থ অপবিত্র" বলিয়া নিজে আনিয়া আমার সম্মুখে দাঁ'ড়াস্, আমি তোর

প্রদত্ত উপহারের সঙ্গে সঙ্গে তোকে পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া লইব, তোকে সম্মুখে পাইলেই আমি তোকে যা দিবার তা দিয়া যাব। তাই বলি বাপ্! অন্যের হস্তে মায়ের ভার দিয়া মায়ের প্রাণে ব্যথা দিস্ না, আমার পূজা "হইল না" বা "হইল" বলিয়া আমার কোন সুখ দুঃখ নাই, কিন্তু তোকে যাহা দিতে আসিয়াছিলাম, তাহাই যে দিতে পারিলাম না, এই দুঃখই অতি অসহনীয়।" এই দুঃখ সহিতে না পারিয়াই করুণাময়ীর ক্রোধের সঞ্চার, এই জন্যই তন্ত্র বলিয়াছেন——

পুরোহিতং সমানীয় যদি পূজাদিকং চরেৎ
তস্য সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি কালিকা।

মায়ের প্রাণে ব্যথা লাগে বলিয়াই সাধকের সর্ব্বার্থহানি হয়, নইলে সর্ব্বার্থসাধিকার পূজায় সর্ব্বার্থহানি হইবে কেন? সাধকের কালভয় পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে কালদমন কাল নাম ধারণ করিয়াও নিত্যকরুণাময়ী মা কেন ক্রুদ্ধা হইবেন? — তাই বুঝিতে হইবে, এ ক্রোধ ক্রোধ নহে, প্রগাঢ়-করুণারই রূপান্তরমাত্র; কিন্তু মায়ের সন্তান না হইলে, মায়ের খেলা স্বচক্ষে না দেখিলে, মায়ের এ মধুরকুটিল ক্রোধের তরঙ্গরঙ্গ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইবার অধিকার কখনও ঘটে না। এই জন্যই মা! আমরা তন্ত্রতত্ত্বের মঙ্গলা-চরণে তোমার নিসর্গসুন্দর করুণারধার উপেক্ষা করিয়া মধুরাদপিমধুরতর দৃশ্যকুটীল-তত্ত্বসরল ক্রোধেরই ভিখারী হইয়াছি। দয়াময়ি! তত দয়া কবে করিবে? যে দিন ঐ স্নেহমণ্ডিত বদনমণ্ডলে সোহাগের সুহাসি ভুলিয়া একবার কম্পিত ক্রোধের অভিনয়ে আমায় কম্পিত করিয়া কৃতার্থ করিবে? সেই দিন তোমার চণ্ডীনাম সার্থক দেখিয়া আমার দণ্ডের ভয় ঘুচিয়া যাইবে। এমন ক্রোধ যে পায় মা! সেও কি আবার দয়া চায়? ভালবাসার নিভৃতভাণ্ডারের গুপ্তধন ক্রোধ তোমার। তুমি বলিতে পার—তোমার কোপে কয় জন এমন সৌভাগ্যশালী, যাহারা তোমার ক্রোধ স্বচক্ষে দেখিয়া ক্রোধ করিতে শিখিয়াছে। হায় রে! হাবা মেয়ে! "ক্রোধ করিলাম" বলিয়া

ক্রোধ করিলে সে ক্রোধ দেখিয়া যে হাসি পায়, মা হইয়া আজ এ বুদ্ধিও হারাইয়াছ! ধন্য মা করুণাময়ি! তোমার ধন্য ধন্য ক্রোধের জয়!! ক্রোধের জয়! করুণার জয়!! করুণাবিজয়ী ক্রোধের জয়!!!

জগদম্বার সেই ত্রিলোকদুর্লভ ক্রোধ, জীবের অদৃষ্টে দূরে থাকুক, শিবের অদৃষ্টেও সুলভ নহে। শাস্ত্রে আমরা জীবের প্রতি তাঁহার যে সকল ক্রোধ ও সন্তোষের উল্লেখ দেখিতে পাই, বস্তুতঃ ইহা ক্রোধ বা সন্তোষ না হইলেও সাধককে কৃতার্থ করিতে ক্রোধ ও সন্তোষের অভিনয়, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সন্তোষ ও ক্রোধ, শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ লইয়া; তাই দুঃখ ও ভয় এই হয় যে, তাঁহার স্বরূপানন্দ ক্রোধের উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কল্পিত ক্রোধের প্রচণ্ড অভিশম্পাতে পাছে আত্মসর্ব্বনাশসাধন করিয়া বসি, তাই শাস্ত্রের আজ্ঞা অনুসারে তাঁহার উপাসনার ভার অন্যের হস্তে বিন্যস্ত করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। গুরুদেবের শ্রীচরণে পূজার ভার অর্পণ করিলে তাহা অন্যের প্রতি ভারার্পণ হইবে না, কারণ নদনদীর সহিত সমুদ্রের যে সম্বন্ধ শিষ্য শিষ্যার সহিত গুরুদেবেরও সেই সম্বন্ধ। পর্ব্বত নির্ঝরাদি হইতে নিঃসৃত হইলেও নদনদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া তাহার সহিত একতাপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহ কুল জাতি হইতে সংযোজিত হইলেও শিষ্যের আত্মা গুরুদেবের আত্মার সহিত একতাপন্ন হইয়াছে। সমুদ্রের জল বর্দ্ধিত হইলে সমুদ্র যেমন তাহা নিজবেগে নদ নদীতে প্রেরণ করেন, তদ্রূপ গুরুদেবের আত্মায় সাধনানন্দ বর্দ্ধিত হইলেও নিজশক্তিপ্রভাবে তিনি তাহা শিষ্যদেহে সংক্রামিত করিতে পারেন। সমুদ্রের জল বস্তুতঃ বর্দ্ধিত না হইলেও পূর্ণিমাতে তিথিসংক্রমে যেমন স্ফীত হয়, নদনদীর জল তেমন স্ফীত হইবার নহে; তদ্রূপ পূর্ণানন্দগুরুস্বরূপে আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি অসম্ভব হইলেও সাধনশক্তিপ্রভাবে তাহা স্ফীত হইয়া উদ্বেলিত হয়, এইমাত্র; কিন্তু সমুদ্রের ন্যায় পূর্ণানন্দগুরুদেহে সেরূপ উদ্বেল-অবস্থা যেমন সুসম্ভব, নদনদীর ন্যায় শিষ্যদেহে সেরূপ

অবস্থা কদাচও সম্ভবে না—যাহা সম্ভবে তাহা কেবল ঐ সচ্চিদানন্দ-সাগর শ্রীগুরুরই শ্রীচরণপ্রসাদাৎ। যদি সমুদ্রের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ না থাকিত, তবে নদনদীতে কখনও জোয়ার আসিত না। সমুদ্রের জল বস্তুতঃ বর্দ্ধিত না হইয়া স্ফীত হইলেও যেমন সেই বেগচালিত জল-ভরে নদনদীর জল বস্তুতঃই বর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ পরমার্থতঃ গুরুর নিজ-নিষ্পাদিত পূজায় নিজ পূর্ণ আনন্দের বৃদ্ধি না থাকিলেও গুরুকৃপাবেগ-ভরে সে আনন্দ সঞ্চালিত হইয়া শিষ্যদেহে বস্তুতঃই সাধনানন্দ বর্দ্ধিত করে। এই জন্যই শাস্ত্রের আজ্ঞা এই যে——

ব্রহ্মরূপো গুরুঃ সাক্ষাদ্ যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ
তত্তৎসর্ব্বং মহেশানি শতকোটিগুণং ভবেৎ ॥

এই জন্যই গুরুদেব পূজা করিলে সে পূজা লৌকিক দৃষ্টিতে অন্যের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইলেও পরমার্থতঃ অন্যের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় না, গুরু আত্ম-উপস্থিতির দ্বারাই শিষ্যকে সে স্থলে উপস্থিত করিয়া থাকেন। যিনি নিজগুরু নহেন, অথচ তান্ত্রিক আচার্য্য; ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি ইষ্ট-দেবতার পূজার ভার অর্পিত হইলেও সে পূজায় বিপরীত ফল ফলিবে, কারণ তিনি তান্ত্রিক হইলেও গুরুশিষ্য সম্বন্ধের অভাবহেতু যজমানের পূজাকার্য্যে পুরোহিতও যাহা, তিনিও তাহাই—এই জন্যই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে——

এভির্ব্বিনা মহেশানি তান্ত্রিকৈ দেঁশিকৈ র্যদি
তস্য পূজাফলং সর্ব্বং গ্রস্যতে যক্ষরাক্ষসৈঃ।

গুরু পুরোহিতের তারতম্যপ্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ভেদ প্রদর্শিত হইল, পুরোহিতকৃত পূজা সিদ্ধ হইলে তবে এ ভেদ সঙ্গত হয়, বস্তুতঃ শাস্ত্রোক্ত অধিকারের অভাববশতঃ পুরোহিতের অনধিকারকৃত পূজা আদৌ সিদ্ধই হইবে না। কেবল ইষ্টদেবতার পূজা সিদ্ধ হইবে না তাহা নহে, তন্ত্রোক্ত কোন কার্য্যই পুরোহিতকৃত হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না ——

ঋত্বিক্ পুত্রাদয়ো দেবি স্মৃত্যুক্তা বহবঃ প্রিয়ে
তন্ত্রোক্তে পরমেশানি পূজাদৌ নৈব কারয়েৎ॥

ইষ্টদেবতার পূজা ভিন্ন অন্য পূজা তান্ত্রিক আচার্য্য দ্বারা অনুষ্ঠান করাইলেও তাহা সিদ্ধ হইবে, কিন্তু গুরু, গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রের অভাবে ইষ্টদেবতার পূজা সাধক স্বয়ং বা নিজ পত্নী দ্বারা নির্ব্বাহ করিবেন, অন্যথা উপায়ান্তর নাই।

রুদ্র যামলে——

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং পূজনং স্মৃতং।

পূজা, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ। (নিয়ত যাহার অনুষ্ঠান না করিলে সাধককে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, তাহার নাম নিত্য ; যথা—সন্ধ্যাবন্দন. শিব পূজা, ইষ্টদেবতার পূজা ইত্যাদি। ১। যাহার অনুষ্ঠান না করিলে পাপ আছে, অথচ যাহা কোন বিশেষ নিমিত্তবশতঃ উপস্থিত হয়, তাহারই নাম নৈমিত্তিক, যথা—দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা-শ্যামাপূজা শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, গ্রহণপুরশ্চরণ ইত্যাদি। ২। যাহার অনুষ্ঠান না করিলে কোন প্রত্যবায় নাই, কিন্তু করিলে বিশেষ ফল আছে অর্থাৎ সেই ফলকামনায় যাহার অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহারই নাম কাম্য, যথা—শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি। ৩। নিত্যনৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মে বিশেষ প্রভেদ এই যে, কামনা না থাকিলেও নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে ; কিন্তু কামনার অভাবে কাম্য কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই।)

নীলতন্ত্রে——

নিত্যসেবারতোমন্ত্রী কুর্য্যান্নৈমিত্তিকার্চ্চনং
নৈমিত্তিকার্চ্চনে সিদ্ধঃ কুর্য্যাৎ কাম্য মথার্চ্চনং।
উভয়োঃ কাম্যকর্ম্মাণি চেতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ॥

মন্ত্রী [সাধক] ইষ্টদেবতার নিত্যপূজাতে রত হইলেই নৈমিত্তিক-পূজাতে তাঁহার অধিকার জন্মে এবং নৈমিত্তিক পূজাতে সিদ্ধ হইলেই

কাম্য পূজার অধিকার হয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় কর্ম্মে যিনি সিদ্ধ (নিত্য নিযুক্ত) তাঁহারই কাম্যকর্ম্মে অধিকার জন্মে ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

বঙ্গদেশের অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা নিত্য-পূজাদির কিছুমাত্র অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারাও সম্বৎসর মধ্যে একবার দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা বা জগদ্ধাত্রীপূজা ইত্যাদির যে কোন একটি অনুষ্ঠান লৌকিক সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াই মনে করেন, এক বৎসরের নিত্য পূজার আঠার আনা শোধ উঠাইয়া লইলাম। তাঁহারা একবার এই-স্থলে অভিমান-মুদ্রিত নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিয়া লইবেন—ঐরূপ দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে মূলে তাঁহাদিগের অধিকারই আছে কি না? ঐ সকল অনধিকার চর্চ্চাময় পূজাদিতে যথাশাস্ত্র ফল ফলিবে সে কথা দূরে থাক্, অধিকন্তু অশাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে পদে পদে যে সকল "স্বস্ত্যয়ণে অভিচার" ঘটিতেছে, তাহা সর্ব্বসাধারণেরই নিত্যপ্রত্যক্ষ। অনুষ্ঠাতার নিজদোষে কর্ম্মের বিপরীত ফল ফলে, কিন্তু সমালোচনায় প্রায়ই শুনিতে পাই—শাস্ত্রে যত কিছু ফলের নির্দ্দেশ, ও কেবল মিথ্যাপ্রলোভন মাত্র। আমরা বলি—যদি কোন ফলই না ঘটিত, তবে এ সকল বিপরীত ফল ফলে কেন? অদৃষ্টগুণে প্রত্যক্ষ করিতে পারি বা না পারি, বুদ্ধিমানের ইহা বুঝিয়া রাখা উচিত যে, যাহার অবৈধ অনুষ্ঠানে বিপরীত কল অবশ্যম্ভাবী, তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠানে যথাশাস্ত্র ফলও অবশ্যম্ভাবী, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

মাসতো বর্ষতো বাপি স্বয়ং পুণ্যাহযোগতঃ।
কুর্য্যাদ্ বৈ মহতীং পূজাং সম্পন্নাঙ্গবিভূষিতাং॥
উপচারৈর্ব্বহুবিধৈ রলঙ্কৃতসুবিগ্রহাং। ১।
নিত্যমেবার্চ্চনং দেব্যা নিত্য মেব সমাচরেৎ।
নিত্যাচারপরো মন্ত্রী নৈমিত্তিকবিধিঞ্চরেৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকপরঃ সাধুঃ কাম্যং বিচিন্তয়েৎ। ২।

কাম্যা নৈমিত্তিকং নিত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকাৎ পরং
নিত্যাচারবিলোপী যঃ কাম্যং নৈমিত্ত মেব বা।
করোতি স চ দুর্ম্মেধা নাপ্নোতি তস্য তৎফলং। ৩।
নিত্যাচার মনাদৃত্য যদন্যত্ত সমীহতে।
নিষ্ফলং তস্য তৎ কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীমৈথুনং যথা। ৪।
অপি পুষ্পফলৈর্ব্বাপি পূজয়েচ্চক্রদেবতাঃ।
অঙ্গহীনস্তু পুরুষো ন সম্যগ্ যাজ্ঞিকো ভবেৎ।
অঙ্গহীনা তথা পূজা ন সম্যক্‌ফলদায়িনী। ৫।
ধ্যানং পূজা জপো হোম ইতি হস্তচতুষ্টয়ং।
শরীরং ন্যাসজালন্তু আত্মা তজ্জ্ঞানমেবচ।
ভক্তিঃ শিরোঽত্র হৃৎশ্রদ্ধা কৌশলং নেত্র মীরিতং।
এবং যজ্ঞশরীরন্তু মত্বা সাধকসত্তমঃ।
যজ্ঞং সমাপয়েন্নিত্যং সাঙ্গেনৈব খলু প্রিয়ে। ৬।
অঙ্গহীনে মহান্ দোষস্ততোঽঙ্গং নাবধীরয়েৎ।
সর্ব্বাঙ্গপূর্ণপুরুষো যজ্ঞাখ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
তত্তদীহা পরাশক্তিঃ সিদ্ধিঃ সংযোগতস্তয়োঃ। ৭।
শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ পূর্ণযজ্ঞশরীরকে।
অঙ্গবাধে যথা দোষো নান্যস্যহি তথা ভবেৎ। ৮।
স্ববিভবানুরূপা বৈ পূজা কার্য্যা বিভূতয়ে।
ব্যতিক্রমাত্তু হীনা স্যাদ্‌ব্রহ্মহত্যা মবাপ্নুয়াৎ।
নাধিকং নৈব চ ন্যূন মুভয়ং পাপদায়কং। ৯।
চতুর্দ্দশ্যা মথাষ্টম্যাং পূর্ণায়াং মাসমধ্যতঃ।
মহাভূতদিনে বাপি যজেদ্ বিভববিস্তরং। ১০।
কৃষ্ণয়াথ চতুর্দ্দশ্যা যুক্তং কুজদিনং যদা।
মহাভূতদিনং তত্তু সর্ব্বভূতবশঙ্করং।
যদি পুষ্যা ভবেত্তত্র তদানন্তফলপ্রদং॥ ১১॥

মাসান্তে অথবা বৎসরান্তে এবং পুণ্যাহযোগে বহুবিধ উপচারে অলঙ্কৃত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন মহাপূজার অনুষ্ঠান করিবে । ১ । এতদ্ভিন্ন প্রত্যহই অর্চ্চনা করিবে ; যেহেতু ইষ্টদেবতার উপাসনা নিত্যকর্ম্ম । নিত্য আচার রক্ষায় সম্যক সমর্থ হইয়া তৎপর সাধক, নৈমিত্তিক বিধির অনুষ্ঠান করিবেন । এইরূপে নিত্যনৈমিত্তিক উভয় অনুষ্ঠানে সুপটু হইলে তৎপর কাম্য অনুষ্ঠানের চিন্তা করিবেন । ২ । কাম্যকর্ম্ম অপেক্ষা নৈমিত্তিককর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য ; নৈমিত্তিক কর্ম্ম অপেক্ষা নিত্যকর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য । নিত্যাচারের বিলোপী হইয়া যে দুর্ব্বুদ্ধি কাম্য বা নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে অগ্রসর হয়, সে কদাচ তাহার ফলভাগী হয় না । ৩ । নিত্যাচারকে অনাদর করিয়া নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম সিদ্ধির জন্য যে চেষ্টা করে, বন্ধ্যা স্ত্রীর সহবাসের ন্যায় তাহার সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয় । ৪ । অন্যান্য উপচারের একান্ত অভাব হইলে অন্ততঃ পুষ্প ফল ইত্যাদির দ্বারাও চক্রদেবতার [শিব সূর্য্য গণেশ বিষ্ণু ও শক্তি, এই পঞ্চদেবাত্মক উপাস্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নিজ ইষ্টদেবতার] পূজার অনুষ্ঠান করিবে । কিন্তু সম্ভাবনাসত্ত্বে এইরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিলে অঙ্গহীন পুরুষ যেমন যজ্ঞের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠাতা হইতে পারে না ; তদ্রূপ এইরূপ অঙ্গহীন পূজাও সাধকের সম্যক্ফলদায়িনী হইতে পারে না । ৫ । উপাসনারূপ যজ্ঞের, ধ্যান, পূজা, জপ ও হোম, ইহাই হস্তচতুষ্টয় ; মাতৃকা ষোঢ়া প্রভৃতি ন্যাস সমস্ত তাঁহার শরীর ; ইষ্টদেবতাবিষয়ক স্বরূপতত্ত্বের জ্ঞান আত্মা ; ভক্তি তাহার মস্তক ; শ্রদ্ধা তাহার হৃদয় এবং অনুষ্ঠানকুশলতা তাহার চক্ষুঃ । সাধকসত্তম এইরূপে যজ্ঞমূর্ত্তির শরীরসংস্থান অবগত হইয়া যজ্ঞকে অঙ্গহীনরূপে খণ্ডিত না করিয়া সাঙ্গরূপেই তাহা সমাপন করিবেন । ৬ । যজ্ঞপুরুষ অঙ্গহীন হইলে সাধকের মহা অনিষ্ট সম্ভাবনা, এ জন্য অঙ্গানুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা করিবে না । যজ্ঞপুরুষ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইলেই সাধকের সর্ব্বসিদ্ধি বিধান করিয়া থাকেন । সেই সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানচেষ্টায় যে পরমাশক্তির আবির্ভাব হয়, যজ্ঞপুরুষ তাহাতে সম্মিলিত হইয়াই সিদ্ধি

উৎপাদন করিয়া থাকেন। ৭। শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দরীর [শক্তিমূর্ত্তিমাত্রের] এই পূর্ণযজ্ঞশরীরে অঙ্গ বাধ হইলে যত দোষ হইবে, অন্য উপাসনায় তত নহে। ৮। সাধক সিদ্ধিবিভূতি লাভের নিমিত্ত নিজ বিভবের অনুরূপ পূজার অনুষ্ঠান করিবেন। ইহার ব্যতিক্রম হইলে পূজার ত হানি হইবেই, অধিকন্তু সাক্ষাদ্ব্রহ্মমূর্ত্তি যজ্ঞদেহের অঙ্গাঘাতজন্য ব্রহ্মহত্যার মহাপাপ তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। যজ্ঞদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক অনুষ্ঠান করিবে না। কারণ, যজ্ঞের হীনাঙ্গ ও অধিকাঙ্গ, উভয়ই সাধকের পাপদায়ক। ৯। চতুর্দ্দশীতে, অষ্টমীতে, পূর্ণিমাতে, মাসমধ্যে (উভয় মাসের মধ্যবর্ত্তী দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তিতে) এবং মহাভূত দিনে বিভববিস্তার পূর্ব্বক মহাপূজার অনুষ্ঠান করিবে। ১০। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর সহিত মঙ্গলবার যুক্ত হইলে, সেই দিনের নাম মহাভূতদিন। সেই দিনে সাধক কোন বিশেষ অনুষ্ঠান করিলে তাহা সর্ব্বভূতের বশীকরণের কারণ হয়। আবার সেই দিনে যদি পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয়, তবে তাহা অনন্তফলপ্রদ বলিয়া জানিবে ॥ ১১ ॥

পূজা।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

দেব এব যজেদ্দেবং নাদেবো দেব মর্চ্চয়েৎ
নাদেবঃ পূজয়েদ্দেবং ন পূজাফলভাগ্‌ভবেৎ ॥

স্বয়ং দেবতা হইয়া দেবতার পূজা করিবে, দেবতা না হইয়া দেবতার পূজা করিবে না, যদি করে, তাহা হইলেও সে পূজার ফলভাগী হইবে না।

বাশিষ্ঠরামায়ণে —

অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্‌ ভবেৎ
বিষ্ণুর্ভূত্বার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং মহাবিষ্ণু রিতিস্মৃতঃ।

স্বয়ং বিষ্ণু না হইয়া যদি বিষ্ণুকে পূজা করে, তাহা হইলে সে পূজার ফলভাগী হইবে না, বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণুকে পূজা করিলে সাধক স্বয়ং মহাবিষ্ণুরূপে পরিণত হইবেন।

ভারতে——

নাবিষ্ণুঃ কীর্ত্তয়েদ্ বিষ্ণুং নাবিষ্ণু র্বিষ্ণু মর্চ্চয়েৎ
নাবিষ্ণুঃ সংস্মরেদ্বিষ্ণুং নাবিষ্ণু র্বিষ্ণুমাপ্নুয়াৎ ॥

স্বয়ং বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুকে কীর্ত্তন করিবে না, বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে না, বিষ্ণু না হইয়া বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে না, বিষ্ণু না হইলে বিষ্ণুকে প্রাপ্তও হইবে না।

ভবিষ্যে——

নারুদ্রঃ সংস্মরেদ্রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্র মর্চ্চয়েৎ
নারুদ্রঃ কীর্ত্তয়েদ্রুদ্রং নারুদ্রোরুদ্র মাপ্নুয়াৎ ॥

স্বয়ং রুদ্র না হইয়া রুদ্রকে স্মরণ করিবে না, রুদ্র না হইয়া রুদ্রকে অর্চ্চনা করিবে না, রুদ্র না হইয়া রুদ্রকে কীর্ত্তন করিবে না, রুদ্র না হইলে রুদ্রকে প্রাপ্তও হইবে না।

আগ্নেয়ে——

রুদ্রস্য পূজনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্বিষ্ণুপূজনাৎ
সূর্য্যঃ স্যাৎ সূর্য্যপূজনাৎ শক্ত্যাদিঃ শক্তিপূজনাৎ।

রুদ্রের পূজন দ্বারা সাধক স্বয়ং রুদ্র হয়েন, বিষ্ণুর পূজন দ্বারা বিষ্ণু হয়েন, সূর্য্যের পূজন দ্বারা সূর্য্য হয়েন, শক্তির পূজন দ্বারা শক্তি হয়েন এবং গণেশের পূজন দ্বারা গণেশ হয়েন।

ভবিষ্যে—

নাদেবো কীর্ত্তয়েদ্দেবীং নাদেবী তাং সমর্চ্চয়েৎ
ন্যাসাত্তদাত্মকো ভূত্বা দেবোভূত্বাতু তং যজেৎ।

স্বয়ং দেবী না হইয়া দেবীর কীর্ত্তন করিবে না, দেবী না হইয়া

দেবীকে পূজা করিবে না, মন্ত্রন্যাস দ্বারা তদাত্মক অর্থাৎ দেবতাময় হইয়া তবে দেবতার পূজা করিবে।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

দেব এব যজেদ্দেবং না দেবো দেবমর্চ্চয়েৎ
ন্যাসং বিনা জপং প্রাহু রাসুরং বিফলং শিবে। ১।
ন্যাসাত্তদাত্মকো ভূত্বা দেবো ভূত্বাতু তং যজেৎ
প্রাণায়ামৈ স্তথা ধ্যানৈ র্ন্যাসৈ র্দেবশরীরতা। ২।

দেবতা হইয়াই দেবতার পূজা করিবে, স্বয়ং অদেব থাকিয়া দেবতার অর্চ্চনা করিবে না, শিবে! মন্ত্রন্যাস ব্যতিরেকে জপের অনুষ্ঠান করিলে তাহাও আসুর [অদৈব] এবং বিফল হইবে। ১। ন্যাস দ্বারা তদাত্মক হইয়া দেবতার পূজা করিবে, প্রাণায়াম, ধ্যান এবং ন্যাস দ্বারা সাধকের শরীর দেবশরীরত্ব লাভ করিবে। ২।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

ভূতশুদ্ধি মৃষিন্যাসং পীঠন্যাসং তথৈবচ।
করাঙ্গয়োঃ ষড়ঙ্গানি মাতৃকান্যাস মেবচ।
বিদ্যান্যাসং মহেশানি যৈশ্চ দেবময়ো ভবেৎ॥

ভূতশুদ্ধি, ঋষ্যাদিন্যাস, পীঠশক্তিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, মাতৃকান্যাস, বিদ্যান্যাস, মহেশ্বরি! এই সকল ন্যাসদ্বারা সাধক স্বয়ং দেবময় হইবেন।

ভাব—অগ্নির দাহিকা ও প্রকাশিকা শক্তিকে আমার নিজ-আয়ত্ত করিতে হইলে, আমি অগ্নিময় না হইলে যেমন তাহা সম্ভবে না, জলের শীতলতা ও মাধুর্য্যশক্তিকে আমার নিজ আয়ত্ত করিতে হইলে আমি জলময় না হইলে যেমন তাহা সম্ভবে না, বায়ুর বেগ ও স্পর্শ-শক্তিকে আমার আয়ত্ত করিতে হইলে আমি বায়ুময় না হইলে যেমন

তাহা সম্ভবে না, পৃথিবীর কঠিনতা ও গন্ধশক্তিকে আয়ত্ত করিতে হইলে আমাকে যেমন পৃথিবী না হইলে চলে না, তদ্রূপ ভগবান্ বা ভগবতীর নিত্যশক্তির (অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতির) অনুমাত্র আয়ত্ত করিতে হইলেও আমাকে তন্ময় না করিতে পারিলে আমার তাহা সম্ভবে না। যাঁহার শক্তি আমাতে সংক্রামিত করিতে হইবে, তাঁহার সত্তা-সাগরে আমার আত্ম-অস্তিত্ব একেবারে ডুবাইয়া দিতে হইবে, নতুবা তাঁহার সে শক্তি কিছুতেই সংক্রামিত হইবার নহে। যাঁহার ভাবে যিনি যতদূর আত্ম-হারা হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার ততদূর তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছেন। যতদূর তন্ময়তা সিদ্ধি হইয়াছে, ততদূরই তাঁহার শক্তি তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছে, শক্তিরাজ্যের ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। যে ভাবের প্রভাবে সংসারে ও সাধনায় এই তন্ময়তা সিদ্ধি, সেই ভাবের তত্ত্ব ভাবুকের হৃদয়েই কেবল অনুভূত হইয়া থাকে, অন্যের তাহা বলিবারও ক্ষমতা নাই, বুঝিবারও ক্ষমতা নাই, অধিক কি, স্বয়ং সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতিও যে ভাবের গতি নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া বলিয়াছেন, " ভাবের স্বরূপ বাক্যের দ্বারা বুঝাইবার নহে " সে ভাবের স্বভাব বুঝাইয়া দিবার শক্তি আমাদিগের নাই, তবে শক্তিনাথ স্বয়ং যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন—সেই পর্য্যন্ত প্রদর্শন করাই আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত——

কৌলাবলীতন্ত্রে——১১শ উল্লাসে—

ভাবস্তু মনসো ধর্ম্মঃ স হি শাব্দঃ কথং ভবেৎ।
তস্মাদ্ ভাবো ন বক্তব্যো দিঙ্মাত্রং সমুদাহৃতং।
যথেক্ষুগুড়মাধুর্য্যং জিহ্বয়া জ্ঞায়তে সদা॥
তস্মাদ্ ভাবো বিভাবস্তু মনসা পরিভাব্যতে। ১।
এক এব মহাভাবো নানাত্বং ভজতে যতঃ।
উপাধিভেদভাবেন ভাবভেদো লক্ষিষ্যতি। ২।
আনন্দঘনসন্দোহঃ প্রভুঃ প্রকৃতিরূপধৃক্।
রসরূপঃ স এবাত্মা সঃ প্রভুঃ পরমো মহান্। ৩।

শ্রোতব্যঃ সচ মন্তব্যো নিদিধ্যাতব্যঃ স এব হি ।
সাক্ষাৎ কার্য্য স্ততো বীরৈ রাগমৈ র্ব্বিবিধৈ স্তথা । ৪ ।
শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাকেভ্যো মন্তব্যো মননাদিভিঃ ।
সোপপত্তিভি রেবায়ং ধ্যাতব্যো গুরুদেশিতৈঃ । ৫ ।
তদা স এব সর্ব্বাত্মা প্রত্যক্ষী ভবতি ধ্রুবং ।
তস্মিন্ দেহেতু ভগবান্ প্রত্যক্ষঃ পরমেশ্বরঃ ।
ভাবৈ র্বহুবিধৈ শ্চৈব ভাব স্তত্রাপি লীয়তে । ৬ ।
ভুক্ত্বা নানাবিধং গ্রাসং গবিচৈকো যথা রসঃ ।
দুগ্ধাদ্যধ্যাসযোগেন নানাত্বং ভজতে যতঃ । ৭ ।
তৃণেন জায়তে চৈব রস স্তস্মাৎ পরোরসঃ ।
তস্মাদ্দধি ততো হব্যং তস্মাদপি রসোদয়ঃ । ৮ ।
স এব কারণং তস্য তৎকার্য্যং সচ কথ্যতে ।
দৃশ্যতে চ সদা তত্র ন কার্য্যং নাপি কারণং । ৯ ।
তথৈবায়ং স এবাত্মা নানাবিগ্রহযোনিষু ।
জায়ে জ্জনিষ্যতে জাতঃ কার্য্যভেদাদ্ধি ভাব্যতে । ১০ ।
স জাতঃ স মৃতো বদ্ধঃ স মুক্তঃ স সুখী পুমান্ ।
স স্ত্রী নপুংসকঃ সোঽপি সএবানঙ্গ এব সঃ । ১১ ।
নানাধ্যানসমাযোগা ন্নানাত্বং ভজতে যথা ।
এক এব স এবাত্মা রসরূপী সনাতনঃ । ১২ । ইত্যাদি

× + + +

দিব্যভাবো বীরভাবো যস্য দেহে ব্যবস্থিতঃ ।
একেন জন্মনা তস্য পরং প্রত্যক্ষ মাপ্নুয়াৎ । ১৩ ।
জীবন্মুক্তঃ সএবাত্মা ভোগাথমটতে মহীং ।
দেবীপুত্রঃ সএবাত্মা ভৈরবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ । ১৪ ।
ভাবত্রয়াণাং মধ্যেতু দ্বৌ ভাবৌ সুপ্রতিষ্ঠিতৌ ।
ন বক্তব্যৌ মুক্তিমার্গৌ কুলসারৌ কুলোত্তমৌ । ১৫ ।

যো ভাবো যস্য বৈ প্রোক্ত স্তৈ র্ভাবৈ র্নার্চ্চয়েদ্ যদি।
দশাহক্রমযোগেন ভ্রষ্টোভবতি সাধকঃ। ১৬।
নোপদিশ্যেৎ তত্র ভাবং ন পূজাং তত্র সন্দিশেৎ।
কুলান্ মন্ত্রং গৃহীত্বা তু ভাবশুদ্ধিঃ প্রজায়তে।
তস্মাদ্ ভাবপরো ভূত্বা দেবীং সম্পূজয়েৎ সুধীঃ। ১৭।

ভাব পদার্থ মনের ধর্ম্মবিশেষ, তাহা শব্দের দ্বারা ব্যক্ত হইবে কি রূপে? অতএব, ভাব কখনও বক্তব্য হইতে পারে না, বাক্যের দ্বারা তাহার দিঙ্ মাত্রের নির্দ্দেশ হয় এইমাত্র। যেমন ইক্ষুগুড়ের মাধুর্য্যের স্বরূপ কেবল জিহ্বার দ্বারাই অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে, লক্ষ লক্ষ শব্দের দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিলেও সে রসের স্বরূপ কি, তাহা অনুভব করাইয়া দিবার উপায় নাই, তদ্রূপ ভাব ও বিভাব (ভাবের উপকরণ) কেবল মনোবৃত্তি দ্বারাই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, শব্দের দ্বারা তাহা কখনও ব্যাখ্যাত হইবার নহে। ১। একমাত্র মহাভাবই উপাধি (বিষয়) ভেদে (ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য ইত্যাদি) নানা রূপে বিভক্ত হয়। আবার, ভাবের প্রগাঢ়তা উপস্থিত হইলে ভাবগত সেই সমস্ত ভেদ পরিণামে একমাত্র মহাভাবেই বিলীন হইয়া থাকে। ২। এই ভাবই আনন্দঘনসন্দোহ প্রভু, এই ভাবই প্রকৃতিরূপধৃক্ এবং এই ভাবই রসরূপী আত্মা, পরম ও মহান্। ৩। ভাবরূপে এই আত্মা শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য এবং বীর সাধকগণ-কর্ত্তৃক বিবিধ তন্ত্রোক্ত সাধন দ্বারা সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য। ৪। শ্রুতিবাক্যদ্বারা এই ভাবময় আত্মাই শ্রোতব্য, মননাদি দ্বারা এই ভাবই মন্তব্য, গুরুপ্রদর্শিত প্রমাণদ্বারা এই ভাবময় আত্মাই ধ্যাতব্য। ৫। এইরূপে শ্রবণ মনন ধ্যান সাধনাদি অনুষ্ঠিত হইলেই সেই ভাবরূপী সর্ব্বত্যাগী আত্মা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। বহুবিধ ভাবকদম্বে বিভূষিত হইয়া ভগবান্ পরমেশ্বর যখন সাধকের সেই সাধনাসিদ্ধ দেহে নিজ লীলার প্রভাব ব্যক্ত করিতে থাকেন, তখন সাধকের সমস্ত ভাবই আবরণদেবতার ন্যায় ভগবদ্দেহে বিলীন হইয়া কেবল এক অখণ্ডভাবময় চিদ্‌ঘনানন্দ ভগবৎ-

স্বরূপেরই অনুভব করায়। ৬। নানাবিধ ঘাস গ্রাস করিলেও গাভীর যেমন একরূপ রসই সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং দুগ্ধাদি-উপাধির অধ্যাসযোগে সেই এক রসই নানারূপত্ব ভজনা করে; তদ্রূপ যেরূপ বিভাব দ্বারা যে ভাবেরই কেন সাধনা না হউক, পরিণামে সমস্ত ভাবই পরমদেবতার চিদ্ঘনানন্দময়ী মূর্ত্তির স্বরূপে একমাত্র মহাভাবেই পরিণত হইয়া থাকে। ৭। তৃণ হইতে গাভীর দেহে যে রস সঞ্চারিত হয়, তাহাই পরিণামে পরমরস দুগ্ধরূপে আবির্ভূত হয়, সেই দুগ্ধেরই প্রকারভেদে রসান্তর দধি এবং দধি হইতে ঘৃত, সেই ঘৃত হইতেও আবার কোন অনির্ব্বচনীয় রসের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুগ্ধ দধি ঘৃত ইত্যাদি কার্য্যকারণ ভেদে যতই কেন প্রকার ভেদ না হউক, তৃণ হইতে মূলেও যে রসের সঞ্চার, পরিণামেও কেবল সেই একমাত্র রসেরই সত্তা, মধ্যে যাহা কিছু সমস্তই প্রকারভেদমাত্র; তদ্রূপ যে কোন ভাবে তাঁহার সাধনা হউক না কেন, সমস্ত ভাবেরই ভাবরূপে কারণ তিনি, কার্য্যও তিনি, মূলেও তিনি, পরিণামেও কেবল তাঁহারই একমাত্র মহাভাবস্বরূপ অখণ্ডানন্দ চিদ্ঘন সত্তা বই আর কিছুই নহে। স্বরূপতঃ দর্শন করিতে গেলে তিনি ভিন্ন আর কার্য্য ও কারণ নাই। ৮। ৯। সাধনক্ষেত্রে এই ভাবরূপে তাঁহার যেরূপ লীলাভেদ, সৃষ্টিরাজ্যেও তাঁহার তদ্রূপই লীলাভেদ। তিনিই একমাত্র পরমাত্মা, দেহভেদে নানা যোনিতে জন্মিয়াছেন, জন্মিতেছেন এবং পরেও জন্মিবেন। তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের অথবা জীবরূপে তাঁহার আবির্ভাবের পর পাপপুণ্য কার্য্যের ভেদে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও কখন তিনি জাত, কখন মৃত, কখন বদ্ধ, কখও মুক্ত, কখন সুখী, কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন নপুংসক, আবার কখন স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব ক্লীবত্ব উপাধির অতীত অনন্ত অঙ্গবিহারী হইয়াও তিনি অনঙ্গ। ১১। এইরূপে মহাভাব-রসরূপী সনাতন পরমাত্মা এক অদ্বিতীয় হইলেও সাধকের নানাবিধ ভাবময় ধ্যানসমাযোগেই তিনি নিজ নানাত্ব লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন, স্বরূপতঃ লীলাময়ীর লীলাও তাঁহারই স্বরূপশক্তি, সেই লীলাভেদে তাঁহার স্বরূপগত একতার কোন

ভেদ হয় না। ১২। + × + + +

দিব্যভাব অথবা বীরভাব যাঁহার দেহে প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সাধক এক জন্মেই ব্রহ্মময়ীর পরমতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করেন। ১৩। আত্ম-স্বরূপে পরিণত সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ কেবল দৈহিক ভুক্তাবশিষ্ট প্রারব্ধ-ভোগের নিমিত্তই ধরিত্রীমণ্ডলে বিচরণ করেন এবং সেই দেবীপুত্র মহা-ত্মাই ভৈরব নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ১৪। পূর্ব্বোক্ত ভাবত্রয়ের মধ্যে বীরভাব এবং দিব্যভাব, এই দুই ভাবই সুপ্রতিষ্ঠিত, কুলতন্ত্রের সারভূত এবং কুলসম্বন্ধবশতঃ উত্তম ও মুক্তির সাক্ষাৎ পথস্বরূপ। অতএব সমস্ত অধিকারীর নিকটে এই দুই পথের তত্ত্ব বক্তব্য নহে। ১৫। যে সাধ-কের পক্ষে যে যে ভাব শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই ভাবের অবলম্বনে যদি সাধক পূজা না করেন এবং ক্রমাগত দশাহকাল এইরূপে ইষ্টদেবতার পূজার বাধ হয়, তাহা হইলে সাধনার জন্য তিনি ভ্রষ্ট হয়েন। ১৬। এই-রূপে যিনি ভ্রষ্ট হইয়াছেন, গুরু তাঁহাকে কোন ভাবের বা পূজার উপদেশ করিবেন না। এই ভ্রষ্ট সাধক যদি কৌল গুরুর নিকটে পুনর্ব্বার দীক্ষা গ্রহণ করেন, তবেই তাঁহার ভাবশুদ্ধি হইবে। অতএব, সুবুদ্ধি সাধক বিশেষ সাবধানতার সহিত নিজ ভাবপরায়ণ হইয়া ইষ্টদেবতার পূজাদির অনুষ্ঠান করিবেন॥ ১৭॥

কৌলাবলীতন্ত্রে —

বেদহীনে দ্বিজে চৈব যচ্চ ন শ্রুতিসংস্ক্রিয়া।
বিষ্ণুভক্তিং বিনা দেবি ভক্তির্ন প্রভবেদ্ যথা॥
শক্তিজ্ঞানং বিনা মুক্তি র্যথা হাস্যায় কল্প্যতে।
গুরুং বিনা যথা তন্ত্রে নাধিকারঃ কথঞ্চন॥
পতিহীনা যথা নারী সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা।
কুলং বিনা যথা দেব্যা বীরো বা মম সাধকঃ।
নাধিকারীতি কৌলেয় তস্মাদ্ ভাবপরো ভবেৎ॥

× × × +

ভাবাভাবাৎ কুলে শাস্ত্রে নাধিকারঃ কথঞ্চন।
তেন ভাববিশুদ্ধস্ত সাধকঃ কৌলিকো ভবেৎ।

বেদহীন দ্বিজে যেমন বৈদিকসংস্কার ফলপ্রদ হয় না, বিষ্ণুভক্তি-ব্যতিরেকে ভক্তিতত্ত্বের যেমন পরিস্ফুরণ হয় না, শক্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি যেমন উপহাসের নিমিত্ত কল্পিত হয়, গুরুব্যতিরেকে কোনরূপেই তন্ত্রশাস্ত্রে যেমন অধিকার সম্ভবে না, পতিহীনা নারী যেমন সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারবিবর্জ্জিতা, কুলতত্ত্ব ব্যতিরেকে দেবীর অথবা আমার বীরসাধক যেমন নিজ সাধনায় অনধিকারী, ভাবহীন সাধকও তদ্রূপ সমস্ত সাধনা ও সিদ্ধির অনধিকারী। অতএব সাধক সর্ব্বদা ভাবপরায়ণ হইবেন।

× + × + × ×

ভাবের অভাবে কুলশাস্ত্রে কোনরূপেই অধিকার জন্মিবে না, সেই হেতু ভাববিশুদ্ধ সাধকই যথার্থ কৌলিক হয়েন।

কৌলাবলীতন্ত্রে —

অথ ভাবং প্রবক্ষ্যামি যথা তন্ত্রানুসারতঃ।
ভাবস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তো দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
গুরুশ্চ ত্রিবিধ শ্চৈব তথৈব মন্ত্রদেবতা। ১।
আদ্যভাবো মহাশ্রেয়ান্ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ।
দ্বিতীয়ো মধ্যমশ্চৈব তৃতীয়ো বিশ্বনিন্দিতঃ। ২।
বহুজাপাত্তথা হোমাৎ কায়ক্লেশাত্ত্ু বিস্তরৈঃ।
ন ভাবেন বিনাচৈব তন্ত্রমন্ত্রাঃ ফলপ্রদাঃ। ৩।
কিং বীরসাধনৈর্লক্ষৈঃ কিংবা ক্লিষ্টকুলাকুলৈঃ।
কিং পীঠপূজনেনৈব কিং বিপ্রভোজনাদিভিঃ। ৪।
স্বকুলে প্রীতিদানেন কিং পরেষাং তথৈবচ।
কিং জিতেন্দ্রিয়ভাবেন কিং কুলাচারকর্ম্মণা।
যদি ভাববিশুদ্ধাত্মা ন স্যাৎ কুলপরায়ণঃ। ৫।

ভাবেন লভতে মুক্তিং ভাবেন কুলবৰ্দ্ধনং।
ভাবেন গোত্রবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ ভাবেন কায়শোধনং। ৬।
কিং ন্যাসবিস্তরেণৈব কিং ভূতশুদ্ধিবিস্তরৈঃ।
কিং বৃথা পূজনেনৈব যদি ভাবো ন জায়তে। ৭।
কেন বা পূজ্যতে বিদ্যা নবা কেন প্রজপ্যতে
ফলাভাবশ্চ নিয়তং ভাবাভাবাৎ প্রজায়তে। ৮।
প্রথমং দিব্যভাবস্তু কথ্যতে তন্ত্রবর্ত্মনা।
যদ্বর্ণা দেবতা যত্র তত্তেজঃপুঞ্জপূরিতং।
তেজোময়ং জগৎ সৰ্ব্বং বিভাব্য মূর্ত্তিকল্পনং। ৯।
তত্তন্মূর্ত্তিময়ৈর্মন্ত্রৈঃ স্বেন স্বেনৈব বা পুনঃ।
আত্মানং তন্ময়ং দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বং ভাবং তথৈবচ। ১০। ইত্যাদি

তন্ত্রে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে ভাবের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছি। ভাব ত্রিবিধ যথা——দিব্য, বীর ও পশু। এই ভাবানুসারে গুরুও ত্রিবিধ, যথা——দিব্যগুরু, বীরগুরু ও পশুগুরু। মন্ত্রদেবতাও (মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মন্ত্রশক্তি) ত্রিবিধ, যথা——দিব্যমন্ত্র, বীরমন্ত্র ও পশুমন্ত্র অর্থাৎ দিব্যগুরুমুখনির্গত মন্ত্র দিব্যমন্ত্র, বীরগুরুমুখনির্গত মন্ত্র বীরমন্ত্র ও পশুগুরু-মুখনির্গত মন্ত্র পশুমন্ত্র। ১। উক্ত ত্রিবিধ ভাবমধ্যে আদ্য অর্থাৎ দিব্যভাব মহামঙ্গলের নিদান ও সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। দ্বিতীয় অর্থাৎ বীরভাব মধ্যম, তৃতীয় অর্থাৎ পশুভাবই বিশ্বনিন্দিত। ২। সাধক বহু জপ ও বহু হোম এবং বিস্তর কায়ক্লেশরূপ তপস্যা করিলেও ভাব ব্যতিরেকে তন্ত্রমন্ত্রসকল কখনই ফলপ্রদ হইবে না। ৩। লক্ষ লক্ষ বীরসাধনেই বা কি, বহুক্লেশসিদ্ধ কুলাকুল তত্ত্ববিচারেই বা কি, পীঠক্ষেত্রসমূহে পূজাদিতেই বা কি, ব্রাহ্মণভোজন ইত্যাদি দ্বারাই বা কি, স্বকুলে প্রীতিদানেই বা কি, পরকুলে প্রীতি-দানেই বা কি, জিতেন্দ্রিয় ভাবেই বা কি, কুলাচার কৰ্ম্মেই বা কি, কুল-তত্ত্বপরায়ণ হইয়াও তিনি যদি ভাববিশুদ্ধাত্মা না হয়েন, তাহাহইলে পূৰ্ব্বোক্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই নিষ্ফল। ৪। ৫। ভাবের প্রভাবেই সাধক (নিষ্কাম)